সুরারিবধ কাব্য।

সরানয়াপাড়া-নিবাসী

শ্রীরামগতি চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

"By Shambhu and Nishambhu's mighty arms
The Gods from Heaven's blest seat once were driven,
But by Great Bhagabati's mightier charms
Th' Asuras were killed, the Gods regained their Heaven!"

কলিকাতা

৩৭ নং, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, আল্‌বার্ট প্রেসে

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি-দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৮৪ সাল।

বিজ্ঞাপন।

'সুবাবিবধ কাব্য' প্রকাশিত হইল। কেহ সহসা এই গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, ইহা কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে? পুরাকালে মহাবল পরাক্রান্ত দানবদ্বয় শুম্ভ ও তদীয় ভ্রাতা নিশুম্ভ ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত সমরানল উদ্দীপন পুরঃসর স্বর্গ হইতে তাহাদিগকে নিরাকৃত করিযা ত্রৈলোক্যে স্বকীয় আধিপত্য সংস্থাপন করেন। ত্রিদশাধিপতি এইরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া দেবগণের সহিত অকপট হৃদয়ে মহামায়ার আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবতী সুপ্রসন্নচিত্তে সুরগণ-সমীপে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমানা হইযা তাঁহাদিগেব আততায়ী দৈত্যগণ দলনে অঙ্গীকার করিলেন। দেবী স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য সভ্রাতৃ দৈত্যাধিপতি ও তদীয চতুরঙ্গ সৈন্য-সামন্তের সহিত ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড এবং বক্তবীজ প্রভৃতি সেনানীগণকে সমূলে সমর-ভূমিতে নিপাত কবেন। এই প্রবন্ধটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে ছায়ামাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক 'সুবারিবধ' কাব্য নামে পরিণত করিলাম। অধুনা বিদ্যোৎসাহী সর্ব্বসাধারণ মহোদয়গণেব নিকট বিজ্ঞাপন এই আমার সুরারিবধ বহুলপরিশ্রম-সম্পাদিত, কিন্তু দেশব্যাপিনী ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ মানসিক ভাবের বৈলক্ষণ্য হওয়ায় আমার কপোলকল্পিত আত্মজরূপ সুরারিবধকে যদিও আমি তাদৃশ সর্ব্বাঙ্গীন সমলঙ্কৃত করিয়া জনগণ-সমীপে প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় মনোমালিন্য দূর করিতে পারিলাম না বটে, তথাপি কতিপয় বন্ধুব অনুরোধ-নিবন্ধন

সাধারণের সন্নিধানে উপস্থিত করিলাম। আমার এই প্রথ অধ্যবসায় ; অতএব, কৃতবিদ্য মহোদয়বৃন্দ ! এতাদৃশ সামা কাব্যে প্রতিপদেই দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে, এই স্থলে বিশেষ প্রার্থনা এই যে যুষ্মদ্‌সদৃশ মহীয়ান্ সদ্‌গুণশালী ব্যক্তি বর্গের দ্বারা তাহা অবশ্য সংশোধিতব্য, পরিমার্জ্জনীয় এব উৎসাহের যোগ্য।

সরানয়াপাড়া,
থানা হরিপাল,
জেলা হুগলি।

শ্রীরামগতি চট্টোপাধ্যায়।

উপহার।

দয়া-দাক্ষিণ্য-বিবিধগুণরত্নমণ্ডিত

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু গুরু[illegible]ন্ন ঘোষ

মহাশয় সজ্জনপালকেষু।

মান্যবর!

আমার এই বহুল-পরিশ্রম-সম্পাদিত ও মানস-সঞ্জাত "সুরারি বধ কাব্য" আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত আপনাকে সমুৎসর্গ করিলাম। আপনি আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ, দয়াবান, যশস্বী, প্রজারঞ্জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দিগন্তপ্রধাবিত-কীর্ত্তিমান, পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় বাবু শিবনারায়ণ ঘোষের আত্মজ। সেই মহাপুরুষে যে সমস্ত অলোকসামান্য গুণরাশি ছিল, তাহা আপনাতেও সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে। ইহা প্রায় স্বভাবসিদ্ধ যে, পিতার গুণাদি পুত্রে আবির্ভূত হইয়াই থাকে। এতদ্ভিন্ন আপনি অস্মদীয় ভাষায় কৃতবিদ্য এবং ইহার উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইয়াও অপরাপর কয়েকটি বিদেশীয় ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। অল্প বয়সে আপনাতে এতাদৃশ গুণোপলব্ধি হওয়া অতীব বিস্ময়কর। আপনি উচ্চবংশসম্ভূত ও ধনাঢ্য বলিয়াই যে আমার 'সুরারি-বধ' কাব্যের উপহারাস্পদ হইয়াছেন তাহা নয়। ভবদীয় প্রাগুক্ত গুণরাশি, অমায়িকতা, প্রফুল্লচিত্ততা, নিরহঙ্কার ও সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিলে আমার মনোমধ্যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক মদীয় এই সামান্য কাব্য-হার গ্রহণ করিয়া অন্ততঃ আপনার উপবেশনাসনের পার্শ্বদেশে ইহাকে স্থানদান করিলেও আমি কৃতার্থম্মন্য হইব।

চিরানুগত

শ্রীরামগতি চট্টোপাধ্যায়।

আমিও সে সুধা-ধারে ভাসা'তে ভূতল
আশা করি ;—ধিক্ মোরে-আমি কি চঞ্চল !
ব্যাস-শশী মাতাইলা কাব্যপ্রিয় জনে
মনোহর দীপ্ততব অতুল্য কিরণে ;
খদ্যোত হইয়া আমি সেই সে কিরণ
প্রকাশ করিতে চাহি ।—আশা প্রলোভন '
তব বরপুত্র, মাত । কবি কালিদাস
(যাঁহাব রসনা-মূলে তোমাব নিবাস ;)
তিনি যেই কাব্য রসে ভারতীয জনে
সুরাসিত করিলেন নূতন ধরণে ;
নিরুপম উপমায উপমা তাহাব
সুবিশাল ধবণীতে খুঁজে মেলা ভার ;
কিন্তু আমি মূঢ়মতি—শক্তি মোব নাই
উপমা-ভূষিত কাব্য—যে কাব্য সদাই
বিমোহিত কবে নবে—লিখিতে, সাবদে ।
ক্ষুদ্র হ'যে উচ্চ আশা মূঢ়তার মদে ।
কাব্য-উপবন হ'তে মহা কবিগণ
চারুগন্ধ কাব্য পুষ্পে করিয়া গ্রহণ
মানস-মোহিনী মালা তোমার চরণে
অর্পেন সভক্তি মনে একান্ত যতনে ;
সেই কাব্য উপবনে আমি মূঢমতি
তুলিযা নির্গন্ধ ফুল—যেমন শকতি—

প্রথম সর্গ।

গাঁথি অসুন্দর হার শ্রীপদে তোমার
বাসনা, কবিতারূপে ! দিতে উপহার ;
দয়া করি' রাঙ্গা পদে এ মালা গ্রহণ
করিয়া মনের আশা কর, মা, পূরণ !
ও তব রাতুল পদে চারু-কাব্য-হার
কবিদত্ত হ'য়ে করে শোভার বিস্তার ;
তা'রি মাঝে এ মূঢ়ধী করে আকিঞ্চন
নিগন্ধ কুসুম-মালা সাজে, মা, কেমন।
তব গুণী পুত্রগণ মনোহর হারে
সাজায় তোমার পদ ভক্তি সহকারে।
আমি, মা, নির্গুণ পুত্র—তবু ত তনয় ;
মূঢ় পুত্রে উপহার মা কি নাহি লয় ?
যে সরে কমল শোভে, সুঁদিও তথায় ;
যে আকরে হীরা সাজে অঙ্গারো সেথায়।
যে কালে, মা, ভাল মন্দ থাকে এক স্থলে,
থাকুক এ ক্ষুদ্র কাব্য তব পদতলে।
অন্যের নিকটে ইহা জঘন্য অসার,
কিন্তু, মা ! মা-এর কাছে নাহি সে বিচার।
এ আশায়, দয়াময়ি ! শক্তি-অনুসারে
তোমারি কৃপায় গাঁথি যত্ন সহকারে
সামান্য "সুরারি বধ" কবিতার হার
অর্পিল তোমার পদে তনয় তোমার।

নিশুম্ভ-অগ্রজ শুম্ভ দৈত্য-কুলেশ্বর
বিরূপাক্ষ-অংশভূত ধরিত্রী-উপর ;
সাহঙ্কার বীর্য্যবান্ বীর অবতার,
দিতি-গর্ভে কশ্যপের নন্দন দুর্ব্বার।
সভ্রাতৃ হইল বীর রজোগুণান্বিত,
দ্বেষ হিংসা দেববৃন্দে করে অপ্রমিত।
পরে 'সেই বৈমাত্রেয় অমর নিকরে
কি কৌশলে পরাভব করিব সমরে',
এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন,
বিরিঞ্চির আরাধনে দৃঢ় কৈল মন।
দুই সহোদর মিলি' সুনিড়ির বনে
প্রবেশ করিল গিয়া তপস্যা কারণে।
কিবা সেই অরণ্যানী অতি মনোহর ;
বনস্পতি তরুরাজি পরম সুন্দর।
ঘন-মিলনেতে তা'রা হইয়া ব্যূহিত,
সদা যেন স্নিগ্ধ ভাবে আছে বিরাজিত।
সহস্র করের কর তথা নাহি যায় ;
সতত রঞ্জিত যেন সন্ধ্যারাগ প্রায়।
সিংহাদি শ্বাপদ কত বন্য জীবগণ
উদর পূরণে সদা করয়ে ভ্রমণ।
বনেচর ধনুঃশর-ভূষিত হইয়া
ভীষণ কানন মাঝে বেড়ায় ভ্রমিয়া।

অবিরল পক্ষিকুল কলকল স্বরে
মধুপ্লুত গীত গায় শাখীর উপরে ।
নানাজাতি বন্যপুষ্প অতি মনোহর
চারিদিকে প্রস্ফুটিত দেখিতে সুন্দর ।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ করে সঞ্চরণ ;
অতি আমোদিত তাহে নিবিড় কানন ।
এ হেন নিবিড় বনে পশি' দুই বীর,
তপস্যায় স্থাণুসম মন কৈল স্থির ।
পরমেষ্ঠী পিতামহ-চরণ যুগল
ভাবিতে লাগিল দোহে হ'য়ে অচঞ্চল ।
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষি' পক্ষান্তরে,
যথাহার বহুদিনে একবার করে ।
কতদিনে দুই চারি মাসে একবার,
কতদিন দৈত্যদ্বয় থাকে নিরাহার ।
পদের অঙ্গুষ্ঠে করি' দেহের নির্ভর,
ঊর্দ্ধবাহু থাকে দোহে শীর্ণ-কলেবর ।
উভয়ের তপে সেই ঘোর বনস্থল
তাপিত হইল সহ বন্য জীবদল ।
দেখিয়া অরণ্যদেব চিন্তিয়া অন্তরে,
উপস্থিত হৈল গিয়া ব্রহ্মার গোচরে ।
করপুটে কহে "শুন, দেব প্রজাপতি ।
অচিরে ঘুচাও, প্রভো ! আমার দুর্গতি ।

শুম্ভ নামে মহাবীর দৈত্য-অধিপতি
সোদর নিশুম্ভ সহ হ'য়ে একমতি,
মম অধিকৃত বনে আসিয়া দুর্জ্জন,
করে তপঃ, শুন, প্রভো সৃজন-কারণ!
সে দোঁহার তপে তপ্ত মম অধিকার
হইয়াছে, শুন, দেব!—কর প্রতিকার।"
বনদেবে ক'ন ব্রহ্মা "যাও নিজালয়ে;
বর দিয়া শীঘ্র শান্ত করিব উভয়ে।"
বনদেবে চতুর্ম্মুখ বিদায় করিয়া,
চলিলেন ঘোর বনে হংসে আরোহিয়া।
চারি দিক আলো হ'ল দেহের প্রভায়;
যেন স্থির সৌদামিনী খেলিয়া বেড়ায়।
শুম্ভ নিশুম্ভের মুখে সে আভা পড়িল;
তপোমগ্ন বীরদ্বয় চমকি' উঠিল!
কিন্তু পুনঃ দোঁহে মন সংযত করিয়া,
রহিল তপস্যাভরে অটল হইয়া।
তুষ্ট হ'য়ে পদ্মযোনি সুমন্দ গমনে
সম্মুখে আসিয়া, তবে কহে' দুই জনে
"বীরদ্বয় তপঃক্ষান্ত হও হে এখন,
মম স্থানে বর লহ—যাহা লয় মন।"
ব্রহ্মার বচনে দোঁহে নয়ন মিলিল;
কৃতাঞ্জলি-পুটে স্তব করিতে লাগিল :

"দেবদেব। তব তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে?
তোমার মহিমা ব্যক্ত আছে ত্রিসংসারে।
তুমি দিবা—তুমি রাত্রি—তুমি সন্ধ্যাকাল—
তুমি স্বর্গ—তুমি মর্ত্ত্য—তুমি হে পাতাল।
অসুর কুলেতে মোরা লভিয়া জনম,
কেমনে জানিব, প্রভো! তুমি হে কেমন?
তবে যদি কৃপা করি' দিবে দোঁহে বর;—
এই বর দেহ, প্রভো! জিনিব অমর।"
শুনিয়া দৈত্যের বাক্য সৃজন-কারণ,
বলে': "অন্য বর দোঁহে লহ এইক্ষণ।
ধার্ম্মিক ত্রিদশগণে আছে বিষ্ণু-বল;
কিরূপে করিবে জয় সে দেব সকল?
বহুতপঃ-অন্তে তাঁ'রা লভিয়া দেবত্ব,
রত্ন-সানু* উপরেতে করে' আধিপত্য।
তোমা দোঁহাকার তাঁরা বিমাতৃনন্দন—
সগোত্রে হিংসিলে হ'বে নিরয়ে গমন।
লও লও অন্য বর, অহে বীরদ্বয়!
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—যাহা মনে লয়।"
এরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া,—
ম্লান-মুখে অতি দুঃখে কাতর হইয়া,—

---

* সুমেরু পর্ব্বত।

বাষ্পবারিপরিপূর্ণ-গদ্‌গদ্‌ স্বরে,
কৃতাঞ্জলি পুরঃসর ব্রহ্মার গোচরে
বলিলেক দৈত্যদ্বয় : "যদি দয়া কর,
দেহ এইবর মাত্র জিনিব অমব।"
দেখি' দোঁহে পদ্মযোনি অতীব কাতব,
হইলা করুণাবশ করুণা আকর।
ভকত জনের বাঞ্ছা কবিতে পূবণ,
চঞ্চল হইল তবে বিধাতাব মন।
ভকতে তুষিতে, অমবেব সর্ব্বনাশ
জানিয়া অন্তরে, ধাতা ছাড়িলেন শ্বাস।
শেষেতে 'তথাস্তু' বলি' দিযা সেইবর,
অন্তর্দ্ধান করিলেন সৃজন-ঈশ্বর।
এখানেতে শুম্ভ আর নিশুম্ভ প্রখব,—
ব্রহ্মাবরে বলী হ'যে দুই সহোদব,
আসিল প্রফুল্ল-চিতে নিজ বাসস্থান।
আপন প্রভুত্ব যাহে হয সপ্রমাণ,
এতাদৃশ ইচ্ছাকবি' দুই সহোদবে,
সৈনিক সংগ্রহ-বাঞ্ছা করিল অন্তবে।
ক্রমে ক্রমে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিযা,
স্থাপিল বিস্তৃত বাজ্য মেদিনী ব্যাপিযা।
দুর্দ্দান্ত প্রচণ্ড শূর অমব মর্দ্দন
সেনানীগণের হৈল একত্র মিলন।

রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড, ধূম্রলোচনাদি
দৃঢ়রূপে রহে হ'য়ে অমর-বিবাদী।
ত্রৈলোক্য-অজেয় তা'রা মহাধনুর্দ্ধর,
বারুণীপানেতে রহে হইয়া প্রখর।
সেনাপতি সৈন্যাধ্যক্ষ যোদ্ধৃবর্গ যত
চতুরঙ্গ সামন্তেতে হইল সংযত।
দৃঢ়ীভূত হ'য়ে সেই শুম্ভ দৈত্যরাজ
দেববৈরী হইলেক পরি' রণ-সাজ।
হস্তি-অশ্ব-পতিবৃন্দে হইয়া বেষ্টিত,
মহারথগণ সহ হ'যে একত্রিত,
অমর নগবে আসি' অমরারিগণ,
গর্জ্জন করিয়া চাহে করিবারে রণ।
 দানব-হুঙ্কার শুনি' সহস্রলোচন,
অতি ক্রোধে বলিলেন করিয়া গর্জ্জনঃ
"সাজ সাজ—রণ সাজ করহ সত্বর,
স্বর্গীয় সামন্ত যত আছহ প্রখর।
কুলের পাংশুল সেই দিতিপুত্রগণ
অচিরে যাইবে সবে কৃতান্ত-সদন।
শতক্রতু-আজ্ঞা পেয়ে অমর-মণ্ডল
অষ্টদিকপাল আদি ত্রিদশ সকল-
নিজ নিজ বেশ ভূষা বাহন নিকরে
সাজিয়া, আগত সবে হইলা সমরে।

দুই পক্ষ রণোদ্যত হইয়া তখন,
প্রবৃত্ত হইল যুদ্ধে রণ-বিচক্ষণ।
মহাবল দৈত্যপতি সকোপ অন্তরে
ইন্দ্রের সহিত যুঝে সুমেরু উপরে।
স্বীয় গুরু ভার্গবের প্রশস্ত বিদ্যায়,
অনুবল ব্রহ্মবর হইল তাহায়,
এ হেন সংযোগে বীর দনুজ-ঈশ্বর
অতুল বিক্রমে যুঝে সহ পরন্দর।
দৈত্যপতি-সোদর নিশুম্ভ বীরবর
অতি ক্রুদ্ধ হ'ল তবে সমর ভিতর।
তাহে তা'র নয়নের অপাঙ্গ নিকরে
হইল স্ফুলিঙ্গচয় নির্গত অম্বরে।
ক্রোধভরে দিয়া বীর ধনুকে টঙ্কার,—
বীরভাবে দাণ্ডাইয়া—ভয়দ আকার '—
নেহালে কটাক্ষ করি' দেব-সেনানীরে।
নয়নে নযন হ'ল দুই মহাবীরে।
কোপে গ্রীবা বক্র করি' দেখি' পরস্পর,
করিল দারুণ যুদ্ধ,—নির্ভীক অন্তর।
মহাবীর রক্তবীজ সৈন্যের নাযক
(যুদ্ধকার্য্য-বিশারদ, জ্বলন্ত পাবক।)
একহস্তে জ্যোতিঃসম ধরি' অসিবর,
অপরে ভাস্বর চর্ম্ম, অতি ভয়ঙ্কর,

কটিতে আবদ্ধ তূণ, পরিপূর্ণ শরে,
কোদণ্ড লম্বিত দীর্ঘ স্কন্ধের উপরে,
রাখি' বিদ্যমানে শক্তি, ভল্ল, অস্ত্রগণ,
রুষিল দিগগণ প্রতি করিয়া গর্জ্জন।
দনুজ-সেনানী চণ্ডমুণ্ড দুই জনে
মহাক্রোধ করি' এই ঘোরতর রণে,
অশ্বিনী কুমার-দ্বয়ে করি' আক্রমণ,
করিল সঙ্কুল যুদ্ধ বীর চারি জন।
দেব-দৈত্য-চতুরঙ্গ একত্র মিলিয়া,
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ বল প্রকাশিয়া।
যুদ্ধবেগে রত্নসানু করে টলমল।
নয়ন-আনন্দকর পাদপ সকল
(নন্দনকাননস্থিত সফলপুষ্পিত)
পতিত হইল তাহে হ'য়ে উন্মূলিত।
ক্রমেতে ভয়দ অতি দেবাসুর রণ।
ধনুর্জ্যা নির্ঘোষ ঘোর করয়ে গর্জ্জন ;
ডক্ক ডিম্ ডিম্ শব্দ সমর-প্রবাহে ;
করি-বৃংহ—হেষারব—বীর গর্জ্জে তাহে ;
মিলিযা বাড়িল নাদ প্রলয় সমান।
দুই দলে যুদ্ধ করে' পণ করি' প্রাণ।
দেবাসুর রুধিরেতে আজি মেরুবর
পরিল লোহিত-রাগ-রঞ্জিত অম্বর—

হইল ভীষণ মূর্ত্তি, কে বর্ণিতে পারে ?
যেন ওতপ্লুত রক্তে মুষলের ধারে।
পরেতে দনুজ-গুরু ভার্গব যখন
দানবে জয়শ্রী দিতে করিলেন মন,
অমনি জয়দ মন্ত্র উচ্চারিলা স্বরে;
তাহে স্বস্তি ব্রহ্মাবর বলিলেন পরে।
এই দুই প্রকরণে দনুজ-ঈশ্বর
হইল অবার্য্য বলী সমর ভিতর।
   তুরাসাহ* আদি করি' দেবতা নিকর
স্বীয় স্বীয় মুখ্য অস্ত্র ধরিলা সত্বর।
অভেদ্য অচ্ছেদ্য সেই অসুরপটল
বজ্র আদি মহা-অস্ত্র করিল নিষ্ফল।
ক্রোধেতে কম্পিত হ'য়ে অসুরারিগণ
করিলা অদ্ভুত যুদ্ধ—না যায় বর্ণন।
অতঃপর রোষ করি' অসুর নিকরে
দৈত্যরাজে পুরোবর্ত্তী করিল সত্বরে।
প্রহারে পীড়িত করি' যত দেবগণে,
অস্থিচূর্ণ মেদছিন্ন করিলেক রণে।
   পূর্ণ-শত-অব্দ ব্যাপি' যুঝি' পুরন্দর,
তাপিত দিতীজ-ভুজ-প্রতাপে প্রখর !

---

* ইন্দ্র।

আকুল অন্তরে, হায়, হ'য়ে ক্ষীণবল,
ভঙ্গ দিয়া পলাইলা ল'য়ে নিজ দল ;
সর্ব্বভুক্ বহ্নি যথা প্রদীপ্ত কিরণে
বায়ুসহ প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে কেশরী পলায়,
মদকল নাগদল* চঞ্চলিতপ্রায়।
করিণী করভ ছাড়ি' পলায় তখন ;
শার্দ্দূল, বরাহ, খড়্গী আর মৃগগণ।
ভল্লুক বিকটাকার, মহিষ ভীষণ
পলায় ভৈরব রবে ত্যজি' সে কানন।
রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া পলায় কুরঙ্গ ;
চারি দিকে ধায় বেগে বিহঙ্গ, ভুজঙ্গ।
মহাকোলাহল করি' চলে জীবদল ;
মড় মড় শব্দে ভাঙ্গে বিটপী সকল।
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে দেবতার দল
পলাইলা সেইরূপে ছাড়ি' রণস্থল।
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি' পুরন্দর,
পলাইলা অভিমানে ত্যজিয়া সমর।
পলাইলা যক্ষনাথ ফেলি' গদাবর।
পাশী† পলাইলা পাশে দেখিয়া কাতর।

---

* হস্তিবৃন্দ।

† বরুণ।

বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি
মহাবেগে পলাইলা হ'য়ে দ্রুতগতি।
জর জর কলেবর দুষ্টাসুর-শরে
পলাইলা ষড়ানন শিখি-পৃষ্ঠোপরে।
দণ্ড ব্যর্থ দেখি' তবে মৃত্যু-অধিপতি,
মহাত্রাসে অধোমুখে ধান শীঘ্রগতি।
পলাইলা রণভূমি ত্যজি' দেবগণ।
দৈত্য-জয়-জয়-নাদে ভরিল ভুবন।
এতাদৃশ ক্লেশাক্লিষ্ট অসুরারিগণ
স্বর্গ পরিত্যাগ করি' চলিলা তখন।
মর্ত্ত্যে আসি' ছদ্মবেশে অমর-সমাজ
বিচরণ করে' শোকে মানবের মাঝ।
ব্রহ্মবরে রণজয়ী হ'য়ে দৈত্যদ্বয়,
আসুরিক ভাবে রাজ্য করিল অন্বয়।
প্রবল প্রতাপে শুম্ভ ল'য়ে অনুচব,
বীরদর্পে প্রবেশিল অমর নগর।
চতুর্দ্দিকে বাজিতে লাগিল ঢাক ঢোল.
কর্ণেতে লাগয়ে তালি শুনি' গণ্ডগোল।
আসুরী পতাকা উচ্চ ভাতিল গগনে।
বসিল সুরারি গিয়া ইন্দ্রের আসনে।
কিরীট রতনময়, (যেন রে বিজলী)
ধরিল মস্তকে শুম্ভ হ'য়ে কুতূহলী।

খোদাইল শিল্পকরে ডাকি' সিংহাসনে ;—
"অমরের গর্ব্ব খর্ব্ব অসুরের রণে"।
ভ্রষ্টরাজ্য পরাজিত হ'যে শচীপতি,
মহাকষ্ট তাহে হেরি' ত্রিদশ-দুর্গতি,
ভাবিযা অমরনাথ মূর্চ্ছাগত প্রায় ;
কিংকর্ত্তব্য ইথে আর নাহিক উপায।
অতঃপর দেবগণে করি সম্বোধন,
বলিলেন শচীপতিঃ "শুন দেবগণ।
ব্রহ্মবরে বলী এবে শুম্ভ দৈত্যপতি ;
তাহে রুদ্রতেজ আছে তাহার সংস্থিত।
এ হেতু আমরা নহি সমকক্ষ তা'র ;
শত্রু বলবান হ'লে, পলায়ন সার।
চল, হে অমরগণ। আমার সহিত ;
মহামাযা আরাধিব হ'য়ে একচিত।
যথায সে হিমবান্, নগের ঈশ্বর,
তুষারমণ্ডিত, শোভে যুগযুগান্তর।
তথা গিয়া মহামায়া করিব পূজন ;
আমাদের শোকদুঃখ হইবে মোচন।"
এইরূপে যুক্তি করি' দেবের সমাজ,
চলিলা যথায সেই অচলাধিরাজ।
পুনঃ ইন্দ্র বলে, "শুন, অহে দেবগণ !
সংক্ষেপেতে করি সেই পর্ব্বত বর্ণন ,—

হিমবান্ নগরাজ প্রসিদ্ধ জগতে,
কুলাচল সম গণ্য হয় সর্ব্বমতে।
ভূভাগ ব্যাপিয়া সেই পর্ব্বতপ্রধান
অটলভাবেতে আছে হ'য়ে অধিষ্ঠান।
পাশ্চাত্য পূরবে যা'র দুইদিক শেষ;
প্রথমে যাহার চূড়া দেখেন দিনেশ।
তুষারমণ্ডিত সেই হিমনগোত্তম;
ধবল নামেতে তা'র শৃঙ্গ মহোত্তম।
স্থিরবায়ু ভেদ করি' চূড়াগ্র যাহার
নভোরূপ চন্দ্রাতপে স্তম্ভের আকার।
যামিনী তিমিরপূর্ণ হইলে, যথায়
মহৌষধি বৃক্ষলতা ভাস্বর প্রভায়
সেই সে তমস রাশি করয়ে বিলয;
সর্প-মণি তেজে যথা গুহা-তম ক্ষয়।
কোন স্থানে ঝিল্লিদল নৈসর্গিক স্বরে
তম্বুরার তারে যেন আড়ম্বর করে।
কোন কোন স্থানে তথা নির্ঝর নিচয়
ঝর ঝর বেগে পড়ে হ'য়ে শব্দময়।
কোন স্থানে হিমজাত তরু-সমুদিত
ফুটিয়াছে ফুলকুল তুষারমণ্ডিত।
কি অপূর্ব্ব রাগরঞ্জ হইয়াছে তায়;
যেন অর্দ্ধচন্দ্র শোভা শম্ভু-ভালে পায়।

কত কত সিদ্ধ আদি ব্রহ্ম-ঋষিগণ
জীবন্মুক্তি লাভ-আশে হ'য়ে দৃঢ়পণ,
বিষয, ইন্দ্রিয়-ভোগে দিয়া বিসর্জন,
ঈশ ধ্যানে সে পর্ব্বতে সদা নিমগন।
সে হেন ভূধর'পরে, অহে দেবগণ!
চল, চণ্ডী আরাধিব হ'য়ে একমন।"
এতেক কহিলা যদি দেব শচীপতি,
ত্রিদশ নিকর তাহে দিলেন সম্মতি।
পুনঃ ইন্দ্র বলে' "হায়, সে রথ কোথায,
নিপুণ মাতলি ছিলা সারথি যাহায়।"
কোথা ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা হয়?
নাহি এবে সে বৈভব, সকল(ই) বিলয়।"
এত বলি' হিমালয়ে করিতে গমন,
দেব মাযা পুরন্দর করেন স্মরণ।
স্মরণ মাত্রেতে সেই মায়া কুহকিনী
আসিয়া ত্রিদশগণে বেড়িলা ভাবিনী।
মন্দ মন্দ সমীরণ প্রভাবে যেমন
ঊর্দ্ধদিকে দাবানলে করে উদ্দীপন;
তেমতি মাযার তেজে বিবুধ নিকর
উঠিলা প্রবল বেগে বিদলি' অম্বর।
কামরূপী বলান্বিত দেবতার দল
স্তরে স্তরে নামে ভেদ করি' ব্যোমতল।

ঘোরঘটা মেঘদল গভীর গর্জ্জনে
ছুটিল অমনি, দুঃখী দেখি' দেবগণে।
গিয়া তথা মেঘসংঘ দেবতা নিকরে
করাইল আরোহণ পৃষ্ঠের উপরে।
তাহে কি অপূর্ব্ব শোভা হইল ভাস্বর ;
অগণ্য চপলা যেন মেঘের উপর।
হিমালয়ে দেবগণ ক্রমেতে নামিল ;
শুভ্রহংসকুল যেন দ্বীপ আচ্ছাদিল।
তুঙ্গশৃঙ্গোপরি তবে অমর নিকর,
মহামায়া-আরাধনে হইলা তৎপর।
মায়ার ধ্যানেতে সবে মগ্ন করি' মন,
আরম্ভিলা গুণ তাঁ'র করিতে কীর্ত্তন :
"সগুণ নির্গুণ, মাতঃ! তুমি নিরাকার ;
সত্ত্ব-রজঃ-তম তিন গুণের আধার।
মহামায়া মহাতেজ জগতে ব্যাপিয়া,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে সংসারে সৃজিয়া,
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের লীলার কারণে
এই তিন শক্তি তুমি সেই তিন জনে
প্রদান করেছ, দেবি ত্রৈলোক্য জননি !
চূর্ণ কর দৈত্য দর্প, দানব-দলনি !
পড়িয়াছি ঘোর দায় দানব-সমরে,
রক্ষা কর মহামায়ে! অমর নিকরে।

তুমি মূলীভূতা এই প্রকৃতি-শরীরে;
কি বর্ণিব তব রূপ ?—অচিন্ত্য অন্তরে।
সমস্ত বিভূতিময়ী জগতধারিণী,
নিখিল-মহর্ষি-দেব পূজ্যা সনাতনী।
না জানে মহিমা তব ব্রহ্মা, হরি, হর,
অনন্ত না পান অন্ত যুগযুগান্তর।
মনশ্চক্ষু আদি করি' ইন্দ্রিয়াগোচর,
সমভাবে সর্ব্বকালে স্বভাবে তৎপর।
পঞ্চবিংশ তত্ত্বাতীত* তুমি, গো তারিণি!
নাহি শোকদুঃখ, কিন্তু সর্ব্বপ্রসবিনী।
হস্তপদ নাহি তব কর্ম্মেতে তৎপব,
শ্রুতিনাসা নাহি, কিন্তু সকল(ই) গোচর।
সর্ব্বস্থলে হস্তপদ বিরাজে তোমার,
শিরোমুখনাসাকর্ণ সর্ব্বত্র বিস্তার।
শব্দরসস্পর্শাতীতা†, অরূপা, অব্যযা,

* পঞ্চবিংশ তত্ত্ব যথা ;—১ মুলপ্রকৃতি, ২ মহৎ, ৩ অহঙ্কাব, ৪ শব্দ তন্মাত্র, ৫ স্পর্শ তন্মাত্র, ৬ রূপ তন্মাত্র, ৭ বস তন্মাত্র, ৮ গন্ধ তন্মাত্র, (৪ হইতে ৮ পর্য্যন্ত পাঁচটি তন্মাত্র) ৯ চক্ষুং, ১০ শ্রোত্র, ১১ ঘ্রাণ, ১২ বসনা, ১৩ ত্বক্, (৯ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয) ১৪ বাক্, ১৫ পাণি, ১৬ পাদ, ১৭ পাযু, ১৮ উপস্থ (১৪ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়) ১৯ মনঃ (ইহা জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভযেন্দ্রিয় স্বরূপ) ২০ আকাশ, ২১ বা, ২২ অগ্নি, ২৩ জল, ২৪ পৃথিবী (২০ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত পাঁচটি মহাভূত) ২৫ পুরুষ।—সাঙ্খ্যদর্শন।

† শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধ এই পাঁচটি দ্রব্যগুণ।

তথাপি শব্দাদি-মূল তুমি, গো অভয়া !
অখণ্ডসচ্চিদানন্দ তুমি স্বরূপিনী,
ভূত-ভাবি-বর্ত্তমান অনন্তরূপিনী।
অদ্বিতীয়া তুমি, মাতা, অব্যর্থ বচন,
দ্বৈতভান নাহি ত'ায কহে' বুধগণ।
আদ্য-অন্ত নাহি তব, কি করি নির্ণয় ?
লুব্ধমতি আমি অতি, তোমার তনয।
প্রিযবস্তু প্রাপ্তে তব হর্ষ নাহি হয,
অপ্রিয়ে অপ্রীতি কভু না হয উদয়।
সুহৃন্মিত্র, উদাসীন, দ্বেষ্যজনগণ,
সমভাবে সকলেই কর গো ইক্ষণ।
দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ, মদ, অহঙ্কাব,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নাহি ক তোমার।
প্রীতিপুষ্পে তব পূজা যে করে সর্ব্বদা,
চৈতন্যরূপিনি ! তা'রে হইয়া জ্ঞানদা,
অনায়াসে চৈতন্য করিয়া দাও তা'ব ;
ব্রহ্মানন্দ-ভোগে রহে সেই অনিবার।

শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশেব গুণ শব্দ। শব্দ তন্মাত্র ও স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বাযু জন্মে, বাযুব গুণ শব্দ ও স্পর্শ। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তন্মাত্র হইতে তেজঃ জন্মে, তেজেব গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও বস তন্মাত্র হইতে জল হয, জলেব গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও বস। শব্দ, স্পর্শ রূপ, বস ও গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী হয, পৃথিবীব গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধ।—সাঙ্খ্যদর্শন।

জ্ঞানাতীত জ্ঞানময়ী তুমি নিরাকার ;
দৈত্য-ভয়ে ভীত মোরা—কর প্রতীকার।
একপক্ষে মহাকায় বীর ধ্বংস হয় ;
অন্যপক্ষে ক্ষুদ্র এক শকুন্ত-তনয়* ।
একদিকে সৌর মহাজগতমণ্ডল ;
অন্যদিকে নষ্ট এক রেণুক কেবল।
কিম্বা একদিকে এক পৃথ্বী চূর্ণ হয ;
অন্যদিকে ক্ষুদ্র এক জলবিম্ব ক্ষয।†
মহামাযা সম দৃশ্য হয অনিবার ;
ইতব বিশেষ ইথে নাহি ক তোমার।
"হায, গো জননি ! মোরা দৈবের বিপাকে
পড়িযাছি ঘোর দায়, বলি গো তোমাকে।
যদ্যপি জলধি-পাবে করিতে গমন
দৈবকৃত ভগ্নপোত হয কোন জন,
দিগ্ দরশন-যন্ত্র হারায তাহার ;
হতাশ্বাস, হীনবাস—নাহি ক নিস্তার।

---

* পক্ষি শাবক।

† "——————by Heaven,
Who sees with equal eye, as God of all
A hero perish, or a sparrow fall ;
Atoms or systems into ruin hurled,
And now a buble burst, and now a world."

পোপ্।

অগাধ অর্ণব মাঝে পড়ি' সেই জন,
ওতপ্লুত উর্ম্মীমালে হয অনুক্ষণ।
নাহি জানে কোন দিকে সন্নিকট কূল—
স্থিরমৃত্যু ইথে, আর নাহি তা'র ভুল!
তাদৃশ দানব-রণ-সিন্ধু মাঝে মগ্ন;
সেনানীস্বরূপ পোত হইয়াছে ভগ্ন।
বুদ্ধিরূপ দিঙ্‌নির্ণয যন্ত্রের স্বভাব,
পরাজযে নাহি আর স্বাভাবিক ভাব।
এহেন বিপদে, মাতা, না দেখি উপায;
উদ্ধার করহ কৃপা কবি' দেবতায।"
  স্তবে তুষ্টা মহামায়া হইযা তখন,
সাকারা হইতে তবে কবিলেন মন।
ধরিযা উৎকৃষ্ট এক অঙ্গনার বেশ,
ধীরে ধীরে সমাগত হিমাদ্রির দেশ।
যেখানে অমরবৃন্দ-সহ পুরন্দব
বসেছিলা নিরুৎসাহে, শীণ কলেবর।—
অঙ্গনার রূপধরা ব্রহ্মসনাতনী
সম্বোধিয়া দেবগণে ক'ন বরাননী:
"দেববৃন্দ! অকপটে কহিবে সত্বরে,
কাহার তপস্যা কর?—কি ভাব অন্তরে?"
হেনকালে কি আশ্চর্য্য ঘটনা তখন,
মহামায়া-উক্তিমাত্রে নারী একজন

তাঁহার স্থ অঙ্গ হ'তে বহির্ভূত হ'য়ে,
কহিতে লাগিল তাঁ'রে অতি সবিনয়ে।
" আমার তপস্যা এই অমব নিকর
কবিতেছে' ভক্তিমনে সহ পুবন্দর।"
এত বলি' কোমলাঙ্গী মৃদু মৃদু হাসি',
কহিতে লাগিলা তবে অমরে সম্ভাযি' :
"দেববৃন্দ। তপঃক্ষান্ত হও হে এখন ,
অচিরে হইবে সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ।
স্বস্থানে সকলে যাও, না কব বিলম্ব ;
অচিরে পাইবে নাশ অসুরের দম্ভ।
উঠ উঠ, দেবরাজ !—ত্যজ অভিমান।"
এত বলি' ভবানী কবিলা অন্তর্দ্ধান।

বিস্মিত হইয়া দেবতা নিকর
নযন মেলিযা চৌদিকে চায।
কিন্তু পুনরপি দেবীর মূরতি
দেখিতে তথায় কেহ না পায়।
অন্তরে বুঝিয়া দেব সুরপতি,
সঙ্গেতে লইযা অমর-দল,
ত্যজিঁযা পর্ব্বত, প্রফুল্লিত অমতি,
চলিলা পাইযা নূতন বল।

ইতি সুবাবিবধ কাব্যে ইন্দ্রস্বর্গনির্ব্বাসন
নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

বিদাইয়া মহামায়া যত দেবগণে,
মৌনা থাকি' কিছুক্ষণ, ভাবে' মনে মনে :
"কি উপায়ে নাশি আজি দৈত্যকুলেশ্বর ;
অজেয় হ'য়েছে পেয়ে বিধিদত্ত বর।
পাঠা'ব দানবে শীঘ্র শমন-ভবনে ;
দেবের দুর্গতি নারি হেরিতে নয়নে।"
এরূপে চিন্তিয়া তবে জগত্‌-ঈশ্বরী,
করিলা ছলনা এক হিমনগোপরি।
মহামায়া মহামায়া বিস্তারি' তখন,
হইলা পরমা এক রমণী-রতন।
নবোদিত ভানুবর্ণা অতুল্য-বরণী,
দীর্ঘকেশী কোমলাঙ্গী কুরঙ্গ-নয়নী ;
বিম্ব-ওষ্ঠ চারুনেত্র, অতি মনোহর,
মৃদুমন্দ গমনেতে জিনে গজবর।
পূর্ণশশধর জিনি' বামার আনন,
প্রতিভাতে আলো করে হিমাদ্রি-কানন।
মৃণাল হইতে অতি কিবা মনোহর
সুগঠিত বাহুযুগ, অতীব সুন্দর।

নিষ্কলঙ্ক শশী শোভে বামার নখরে ;
নমিত হয়েছে অঙ্গ কুচযুগভরে।
মৃগরাজ জিনিয়া বামার মধ্যদেশ
নয়ন-আনন্দকর, সুচারু বিশেষ।
নিবিড় নিতম্ব, ঘন, কিবা চমৎকার,
ভূধর-সদৃশ যেন দেখিতে আকার।
উরুস্থল মনোহর অতুল্য গঠন,
বনবধূ রম্ভা তাহে না হয় তুলন।
পাদদ্বয় বিদ্যুতের রেখা-সমন্বিত ;
লাক্ষারস-রাগ-দাগে যেমতি রঞ্জিত।
পরিধিয়া চারু অঙ্গে বসন সুন্দর,
অলঙ্কারে সুসজ্জিত করি' কলেবর,
নির্জ্জন হিমাদ্রিদেশ উজ্জ্বল করিয়া,
ইন্দ্র-দ্রোহি-নাশ-আশে রহিলা বসিয়া।
যেমন নিবিড় বনে ব্যাধ ধনুষ্মান্
অলক্ষিত ফাঁদ পাতি', রাখি' বিদ্যমান,
কেশরী-শ্বাপদ-আদি আর মৃগগণে
নাশিতে ধনুক ধরি' রহে একমনে,
কিম্বা, মৃগেন্দ্রাণী যথা পর্ব্বত-প্রদেশে
সতর্কিতা হ'য়ে রহে করভ-উদ্দেশে ;
তেমতি জগত-মাতা ত্রৈলোক্যতারিণী
মায়ার বাগুরা পাতি' রহিলা ভাবিনী।

দৈবযোগে সেই পথে চণ্ডমুণ্ড বীর
উপস্থিত হ'য়ে দোঁহে স্থাপিল শিবির।
আগমনকালে সেই সেনানী দু' জন
দেখিল পরমা সেই রমণী-রতন।
বসিয়াছে আলো করি' তুঙ্গ হিমাচল,
এককালে কোটি চন্দ্র করে ঝল মল।
দেখিয়া মোহিনী সেই দৈত্য দুই জন,
আসি' দৈত্য-মহারাজে করে নিবেদন
"শুন, প্রভু মহারাজ দানব ঈশ্বর!
আজি কিবা মনোহরা, হিমাদ্রি উপর,
চন্দ্রমুখা অপরূপা অপূর্ব্ব ললনা
নির্জ্জনে বসিযা আছে, কি দিব তুলনা?
হেরি' মনে বোধ হয় স্থির-সৌদামিনী;
ত্রিভুবনে নাহি হেরি এহেন কামিনী।
সুরাসুর কুলে যত হেরিয়াছি নারী,
হেন অপরূপ রূপ কভু নাহি হেরি।
ত্রৈলোক্যের আধিপত্য সম্পূর্ণ তোমায়;
দিক্‌পাল আদি করি' সম্মুখে লোটায়।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর, গজ-রত্ন-ধন,
অম্বর-সঞ্চারি-রথ ইন্দ্রের ভূষণ,
পারিজাত-কুঞ্জবন অমর-নগরী,
ইন্দ্রের বৈভব, কত শত বিদ্যাধরী

পাইয়াছ, দৈত্যরাজ! জয়ী হ'য়ে রণে,
তাদৃশ স্ত্রী-রত্ন কিন্তু নাহিক ভবনে।
অতএব, মহারাজ! করি নিবেদন—
হিমাদ্রি-উপরে যাঁ'রে করি'ছি দর্শন,
আনাইয়া সেই চারু পঙ্কজ-নয়না,
মনোমত রাজ্য কর ল'য়ে সে ললনা।
শুনিয়া সেনানী-বাক্য দৈত্যকুলেশ্বর,
অমনি অনঙ্গ-শরে হইল কাতর।
　বিশ্বস্ত সুগ্রীব নামে দূত যে প্রধান,
দানব-ঈশ্বর তা'রে করিল আহ্বান।
কহিল : "শুন হে দূত! আমার বচন,
হিমবান নগবরে করহ গমন।
তথায় দেখিবে এক সুন্দরী কামিনী
আলো করিয়াছে, যেন স্থির সৌদামিনী।
নিকটে যাইয়া, তা'রে করি' সম্বোধন,
আমার প্রতাপ তুমি করিবে বর্ণন।
নানামতে সন্তোষিয়া রমণীর মন,
অচিরে আনিবে তা'রে আমার সদন।"
রাজবাক্য শিরোধার্য্য করি' দূতবর,
চলিল হিমাদ্রি-পথে হইয়া সত্বর।
উপস্থিত হৈল গিয়া হিমাচলোপরি।
কহিল মধুর বাক্যে : "শুন গো সুন্দরি!

মহাবীর্য্যবান শুম্ভ দৈত্যবীরবর
বাহু-বলে জিনিলেন অমর-নিকর।
পাঠা'লেন মোরে তিনি তোমার গোচর,
লইয়া যাইতে তোমা দানব-নগর।
অখিল জগত-আদি দেববৃন্দ যত
সশঙ্ক সর্ব্বদা রহে দৈত্যরাজে রত।
যজ্ঞভাগ সর্ব্ব-অগ্রে যাঁহার স্থাপন;
সমাদরে সর্ব্বলোকে উপাসিত হন।
ক্ষীরোদ-মন্থন জাত অশ্ব মনোহর
দিয়া তাঁ'রে, প্রণিপাত কৈলা পুরন্দর।
গজরত্ন আদি করি' বহুমূল্যধন,
চন্দ্রসূর্য্যকান্ত মণি যতেক রতন
দৈত্যবরে ন্যস্ত এবে সকলি, সুন্দরি!
অতএব সুখী হ'বে, চল দৈত্যপুরী।
দৈত্যরাজে, কিম্বা তাঁ'র কনিষ্ঠ সোদর,
নিশুম্ভ যাঁহার নাম, খ্যাত চরাচর।
এ দোহাঁর যাঁ'রে তব রুচিবে, কল্যাণি!
স্বামিত্বে বরিবে তাঁ'রে, দিয়া তব পাণি।"
শুনিয়া দূতের বাক্য ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরী,
মৃদুভাষে স্মিতমুখে বলেন সুন্দরী:
"মানি বটে, দূতবর! তোমার বচন,
মহাবীর্য্যবান শুম্ভ—নিশুম্ভ তেমন;

কিন্তু মম প্রতিজ্ঞা যে আছে, দূতবর!
শুন তাহা, বলি আমি তোমার গোচর ;—
'যে জন সংগ্রামে মোরে করিবেক জয়,
কিম্বা মম ঘোর দর্প করিবে বিলয়,
অভাবত বলবীর্য্যে আমার সোসর
হইবেক যেই বীর করিয়া সমর,
তাহাকে স্বামিত্বে আমি করিব বরণ ;
শুন, দূত! এই মম সুদৃঢ় বচন।
যদি শুম্ভ কিম্বা তার কনিষ্ঠ সোদর
পারে মোরে হারাইতে করিয়া সমর,
অবশ্য তাহারে আমি করিব বরণ।
যাহ, দূত! দৈত্যরাজে বল এ বচন।"
শুনিযা দেবীর বাক্য, সুগ্রীব তখন
কোপেতে অধীর হ'যে বলিল বচন :
"কি আশ্চর্য্য শুনি, নারি সম্বরিতে হাস,
স্ত্রীলোকের নাহি দেখি এমন প্রত্যাশ!
হেন বীর নাহি, দেবি! ত্রৈলোক্য-ভিতরে,
দাঁড়াইতে পারে শুম্ভ-নিশুম্ভ-গোচরে।
প্রাণপণে শুম্ভ-সনে সমর করিয়া,
পলাইলা দেবরাজ অমরা ছাড়িয়া।
শুম্ভের আজ্ঞায় চলে দেবতা-নিচয় ;
অপ্সরা সকল সদা কর [illegible]টে রয়।

অতএব, গুণবতি ! ধরহ বচন ;
সসম্মানে চল তুমি শুম্ভের সদন।
বসা'বেন শুম্ভ তোমা রত্নসিংহাসনে ;
কেন বসি' আছ হেথা নির্জ্জন কাননে ?
সহজে যদ্যপি, দেবি ! না কর গমন,
কেশ-আকর্ষণ শেষে হইবে তখন।”
ঈষদ্ হাসিয়া তবে জগত-ধারিণী
গম্ভীর বচনে দূতে বলেন তারিণী :
“ঈদৃশ বিক্রমশালী শুম্ভ মহাবীর,
নিশুম্ভ তাদৃশ বটে জানি আমি স্থির।
তথাপি পূর্ব্বেতে যাহা করিয়াছি পণ,
প্রাণপণে সেটী আমি করিব পালন।
যাহ, দূত ! তব প্রভুর নিকট
আমার প্রতিজ্ঞা বলিহ তা'রে।
হইব যে আমি তাহার গৃহিণী,
যুদ্ধে যদি মোরে জিনিতে পারে।”

ইতি সুবাবিবধ কাব্যে দূতসম্বাদ নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া তখন,
কোপপূর্ণ হ'য়ে দূত করিল গমন।
দৈত্যরাজে কহিলেক জোড় করি' হাত
"বামার সম্বাদ শুন, দানবের নাথ।
যুদ্ধে তা'র গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেক যেই,
যৌবন-রতন তা'র লভিবেক সেই।
এই পণ করি' বামা অটলা হইয়া,
হিমগিরি উপরেতে আছয়ে বসিয়া।
দূত মুখে এই বাক্য করিয়া শ্রবণ,
ক্রোধে শুম্ভ হ'ল যেন সাক্ষাৎ শমন।
নির্ম্মোক-নির্মুক্ত যথা হ'লে বিষধর,
দৈবে যদি কেহ তা'র স্পর্শে কলেবর,
ক্রোধেতে অধীর হ'য়ে, করিয়া গর্জ্জন,
অমনি তাহারে উঠে করিতে দংশন;
তেমতি হইয়া ক্রুদ্ধ দৈত্যকুলেশ্বর,
ঘোর গর্জ্জি' ধূম্রাক্ষেরে বলয়ে সত্বর :
"শুন, ওহে মহাবীর সেনানী-প্রখর!
তোমার অধীনে আছে পদাতি বিস্তর।
হযহস্তী-আদি করি' রথাদি বাহন,

চতুরঙ্গ সেনাসহ করিয়া সাজন,
দলে বলে মহাবেগে গিয়া ত্বরা করি',
হিমাচলে যথা সেই আছয়ে সুন্দরী,
কেশপাশ ধরি করে, গর্ব্বিতা নারীর
গর্ব্ব খর্ব্ব করি', তা'রে আনিবে অচির।
যদি কেহ তার' পক্ষে হয় অনুকূল ,
যক্ষরক্ষ তব প্রতি হয় প্রতিকূল,
অথবা ইন্দ্রাদি যদি অমর-নিকর
প্রতিবাদী হয় আসি' হিমাদ্রি-উপর,
তীক্ষ্ণ খড়্গে শিরশ্ছেদ করিয়া সবার,
আনিবে রমণী-রত্নে আলয়ে আমার।"
দানবেন্দ্র বাক্য শুনি' সেনানী তখন
নিবেদিল : "মহারাজ! করি নিবেদন ;
দলে বলে মহাঘোর যুদ্ধের সাজন
সামান্য কার্য্যেতে নহে এত প্রয়োজন।
তব আজ্ঞা, মহারাজ! শিরোধার্য্য করি',
রিক্তহস্তে আনিব সে পরমা সুন্দরী।
তব প্রতিকূল হ'য়ে আসে যদি কেহ ;
অচিরে পাঠা'ব তা'রে শমনের গেহ।"
সেনানীর বাক্য শুনি' দানব-ঈশ্বর,
বলিল : "জান না তুমি মঘবা পামর?*

*তুমি পামর মঘবাকে (ইন্দ্রকে) জান না?

সম্মুখ-সংগ্রাম-মাঝে হ'য়ে পরাভব,
সময় প্রতীক্ষা করি' আছে সবান্ধব।
বায়ু, চন্দ্র, পিতৃপতি, কুবের, বরুণ,
অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, অনল, অরুণ,
দাস সম সবে বটে আছয়ে আমার ;
অন্তরে বিদ্রোহ-ভাব আছে সবাকার।
এজন্য ধূম্রাক্ষ তোরে বলি রে বচন ;—
সসৈন্যেতে সজ্জা করি' করহ গমন।"
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য সেনানী-প্রবীর
করিয়া, সদর্পে কহে বচন গভীর :
"সাজ সাজ রণসাজে, হইয়া সজ্জিত।
চতুরঙ্গ দল যত আমার রক্ষিত।"
সেনানীর বাক্য শুনি' চতুরঙ্গ বল,
উঠিল বিক্রম করি' হইয়া প্রবল।
কাড়া, জয়ঢক্কা, ঢোল, টিকারা, দগর,
রণশৃঙ্গ, ভেরী, তূরী, বাদ্যাদি অপর।
ঘোরতর হুহুঙ্কার ছাড়ি' দৈত্যগণ,
নভস্তল অবিরল করিল মন্থন।
সেনানীরে অগ্রে করি' সামন্ত-নিকর,
উঠিল প্রবল বেগে হিমাদ্রি-উপর।
চতুরঙ্গ দলবল নিরীক্ষণ করি',
মনে মনে হাসিতে লাগিলা ক্ষেমঙ্করী।

পরে স্বীয় বাহনেরে করিয়া স্মরণ,
প্রতীক্ষিতে লাগিলেন* যুদ্ধের কারণ।
দেবীর স্মরণমাত্র সেই সিংহবর
প্রণাম করিল আসি' দেবীর গোচর।
এমন সময়ে ধূম্রলোচন কুপিত
কহিল গর্ব্বিত-বাক্য দেবী সন্নিহিত :
"এক্ষণে, চঞ্চলাপাঙ্গি! ছাড় অহঙ্কার :
মানে মানে চল', তবে পাইবে নিস্তার।
দর্প, অভিমান ত্যজ' শুন, শশিমুখি!
দৈত্যরাজে ভজ গিয়া, হইবেক সুখী।
শুনিয়া ধূম্রাক্ষ-বাক্য জগত-ঈশ্বরী,
সুগম্ভীর ঘোর বাক্যে বলেন বিবরি' :
"চতুরঙ্গদল বলে হইয়া বেষ্টিত,
আসিয়াছ, বীর! শুম্ভনিশুম্ভ প্রেরিত।
অতএব নিজ-বল প্রকাশি' সত্বর,
লহ মোরে যথা সেই দৈত্যের ঈশ্বর।"
এতেক বচন যদি কহিলা ভবানী;
ক্রোধেতে ধূম্রাক্ষ বীর হ'য়ে ঊর্দ্ধপাণি,
দেবীর কুন্তলাকর্ষকরণ ইচ্ছায়
ভীমরূপ সে ধূম্রাক্ষ ঘোর বেগে ধায়।

* প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া জগত-মাতা তা'র অত্যাচার,
অশনিসদৃশ ঘোর ছাড়ি' হুহুঙ্কার,
দৈত্যাধমে ভস্মরাশি, পর্ব্বত-উপরে,
করিলেন অচিরায় সকোপ অন্তরে।
দেখিয়া দানব সৈন্য ছাড়ি' হুহুঙ্কার,
ভৈরব শব্দেতে ধায়, বলে মারমার।
বিকট আকার, ধরে সমর ভিতর,
দেবীর উপরে মারে খরতর শর।
ফুলিয়া উঠিল ক্রোধে দানবের দল;
পর্ব্বগতে ফুলে যথা সাগরের জল।
সন সন চারি দিকে হয় অস্ত্র বৃষ্টি;
গগন ছাইল বাণে, নাহি চলে দৃষ্টি।
দেখিয়া সে পশুরাজ, দেবীর বাহন,
ভয়ঙ্কর উচ্চতর করিল গর্জ্জন।
লম্ফ দিয়া সৈন্য-মধ্যে হইয়া পতিত,
নখাযুধে দন্তাঘাতে মারে অপ্রমিত।
করের আঘাতে কার মস্তক পৃথক্;
রুধিরাক্ত দেহ কেহ ছিন্ন সর্ব্বত্বক্।
এরূপে কেশরি-রাজ করিয়া প্রহার,
যতেক দানবী সেনা করিল সংহার।
সেনানী-সহিত সর্ব্ব সৈন্য হন্যমান্
দেখি' ভগ্নদূত, ভয়ে করিল পয়াণ।

উর্দ্ধশ্বাস হীনবাস নীরস জিহ্বায়,
অপ্রমিত ভয়ে ভীত পশ্চাতে না চায়।
উপস্থিত হৈল গিয়া শুম্ভের সম্মুখে ;
দৈত্যরাজে সম্বোধিয়া কহে অধোমুখে :
"রণের সংবাদ শুন, দৈত্যকুলেশ্বর !
ভস্ম হ'য়ে পড়িয়াছে ধূম্র বীরবর !
ভীষণ মূরতি এক কেশরী আসিয়া
নখেতে সকল সৈন্য ফেলিল ছিঁড়িয়া।
যতেক দানবী সেনা যুঝি' প্রাণপণে,
গিযাছে সকলে চলি' কৃতান্ত-সদনে"
শুনিয়া দূতের বাক্য দৈত্যকুলেশ্বর,
ক্রোধেতে হইল বীর স্ফুরিত অধব।
বলে একি কথা শুনি, অতি ভয়ঙ্কর ;
নারীর হুঙ্কারে ভস্ম হয় বীরবর !
কোথা হ'তে আসিয়াছে কেশরী এমন ;
নিঃশেষিত করিয়াছে মম সৈন্যগণ ?
শুন শুন, চণ্ডমুণ্ড ! ধরহ বচন,
যাহ যাহ দোঁহে আজি করিবারে রণ।
আমার আরতি এই, প্রবেশি' সমরে
অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করি' হরিবরে,
কেশে ধরি' রমণীরে মম বিদ্যমান
আনহ সত্বর, ইথে না করিহ আন।

অসুর-গৌরব আজি রাখ, বীরদ্বয়!
যাহ, পুনঃ ফিরি' এস, করি' রণ-জয়।"
এতেক কহিয়া দানব-ঈশ্বর,
ক্রোধে অভিমানে ফেলিল শ্বাস।
কাঁপিতে লাগিল দেহ থর থর;
অন্তরে উদিত হইল ত্রাস।

ইতি সুবাবিবধ কাব্যে সেনানী-
ধূম্রলোচনভস্মীকবণ
নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

রাজ-আজ্ঞা চণ্ডমুণ্ড পাইয়া সত্বর,
সজ্জিত হইয়া চলে করিতে সমর।
চতুরঙ্গ বলে বলী হ'য়ে বীরদ্বয়,
করে আস্ফালন যেন করিতে প্রলয়।
রথিবৃন্দ রথারোহে ঘোরতর বলে,
করিয়া ঘর্ঘর রব চলে রণস্থলে।
নভস্তল উৎপাতিত করিয়া তখন,
চলিল হিমাদ্রি পথে মহাবীরগণ।

গজারোহী মত্তগজে করি’ আরোহণ,
চলিল সমরক্ষেত্রে করি’ আস্ফালন।
অশ্বারোহী চলে অশ্বে আরোহণ করি’,
দীপ্তিমান্ সমুন্নত অস্ত্র করে ধরি’।
ক্ষুরক্ষুণ্ণ করি’ মহী খট্ট খট্ট রবে,
চলিল তুরঙ্গগণ বিষম আহবে :
পদাতিক অগণন ভয়ানক স্বরে
গর্জ্জিয়া ঘূরায় অসি মস্তক-উপরে।
মহাবেগে ঘোর রাগে ঘূর্ণ্যমান্ নেত্রে
হিমাচলে চলিলেক মহাযুদ্ধক্ষেত্রে।
এতাদৃশ ঘোররূপে চতুরঙ্গদল
চলিলেক কাঁপাইয়া ধরণী-মণ্ডল।
প্রপীড়িত হইয়া রথের চক্র-ধারে,
হস্তী-অশ্ব-পদাতির চরণ-প্রহারে,
ভীত হ’য়ে পৃথ্বী যেন রেণু বেশ ধরি’,
পলায় আকাশপথে আতঙ্কে শিহরি’।
কতক্ষণে দলে বলে হিমাচল-দেশে
উদিত যুগলবীর সৈন্য-সমাবেশে।
পার্ব্বতীয় বন্যদেশে যত সৈন্যগণ
বনবাজি-বনস্পতি করয়ে মন্থন।
তোলপাড় করে গিরি বীর-পদ-ভরে ;
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত-উপরে।

তৃণ হেন নাহি আর পর্ব্বতে উন্নত ;
উন্মূলিত বৃক্ষ কত হয় ইতস্তত।
দেখিয়া হিমাদ্রিনাথ, সকরুণ স্বরে
বলিতে লাগিলা অতি কাতর অন্তরে ;
"কোথা, গো করুণাময়ি ! হ'য়ে বীরাঙ্গনা,
মম দুঃখ-ভার নাশ করিয়া করুণা।"
পর্ব্বতের স্তবে তুষ্টা হ'য়ে হৈমবতী,
অমরারি-গর্ব্ব খর্ব্ব করিবারে সতী
শৈলেন্দ্র-শিখর-দেশে সিংহের উপরি
কবেন ঈষত্ হাস্য, বসিয়া শঙ্করী।
তথায় দানবদল ধনুর্ব্বাণ ধ'রে,
উঠিতে উদ্যত সবে অম্বিকা-গোচরে।
দেখি ভাব ভগবতী কোপপূর্ণ-কায়,
হইলেন ভীমরূপা রক্তবর্ণ-প্রায়।
দুরন্ত দানবদল করিতে মর্দ্দন
করিলেন জগদ্ধাত্রী শ্যামার সৃজন।
হইলা প্রচণ্ডা কালী করাল-বদনা
অগ্নিশিখা-ত্রিলোচনা, ভীষণ-দর্শনা।
মুণ্ডমালা গলে দোলে ভয়ঙ্কর বেশ,
ঈষৎ মত্ততা তাহে সুরার আবেশ।
দ্বীপিচর্ম্ম-পরিধানা, বিস্তৃত-বসনা,
লোলজিহ্বা, অসিহস্তা, অতীব ভীষণা।

আরক্তনয়না শ্যামা, পাশাঙ্কুশ করে,
বিচিত্র খট্টাঙ্গ বাণ শোভিত অপরে।
রণঘণ্টাস্বনে শিবা হ'য়ে সমন্বিতা,
মুহুর্মুহুঃ অট্ট হাস্য দেব-সম্মানিতা!
ভয়ানক কলেবর, রূপে কাদম্বিনী,
লোচন-লোহিতচ্ছটা যেন সৌদামিনী।
জীমূত-নির্ঘোষ-প্রায় ঘন হুহুঙ্কার,
প্রলয়-পবন বহে নিশ্বাসে বামার।
আলুথালু দীর্ঘকেশী হ'য়ে কপালিনী
পদের বিক্ষেপে ঘন কাঁপা'য়ে মেদিনী।
উপস্থিত হইয়া কহিলা অম্বিকায়ঃ
"কহ, কি লাগিয়া, দেবি! সৃজিলা আমায়?
রত্নসানু আজি কি করিব রেণুময়?
অথবা শুষিব বল বারিধি-নিচয়?
কিম্বা চন্দ্র-সূর্য্য রাহু-গ্রহ করে করি'।
আনিব তোমার অগ্রে, বল, গো সুন্দরি?
কিম্বা অকালেতে আজি করিব প্রলয়?
ইচ্ছাময়ি! বল তব যাহা ইচ্ছা হয়।"
এতেক শুনিয়া সতী কালীর বচন,
বলিলেন প্রলয়েতে নাহি প্রয়োজন।
চণ্ডমুণ্ড নামে দুই অসুর-সেনানী
আসিতেছে রণ-রাগে দেখ, গো কল্যাণি!

আজি গো দানবদ্বয়ে করিয়া সংহার,
চামুণ্ডা নামেতে খ্যাত হও এ সংসার।
ঈষত হাসিয়া কালী বলিলা তখন :
"সামান্য কার্য্যেতে মোরে করিলে সৃর্জন ?
যাহা হৌক, তব আজ্ঞা মানি পরাৎপর ;
নাশিব দানবদলে সমর-ভিতর।"
এতেক কহিয়া শ্যামা, ভয়ঙ্কর রবে
পশিল সংগ্রাম-মাঝে নাশিতে দানবে।
বদন-ব্যাদান ভীমা করিয়া তখন,
হস্তী-অশ্ব-রথী ধরি' করিলা চর্ব্বণ।
মড়মড় শব্দ হ'ল অতি ভয়ঙ্কর!
বামার বিক্রম দেখি' কাঁপে চরাচর!
দশন-অন্তরে তাঁ'র বিলীন বা কেহ,
দেখায় চূর্ণিত হ'য়ে রহিয়াছে দেহ *।
অট্ট অট্ট হাসে' বামা এ ঘোর সমরে ;
খট্টাঙ্গ ধরিয়া কাটে দানব-নিকরে।
লক্ষ লক্ষ দৈত্য হ'য়ে বিগত-জীবন,
রণক্ষেত্রে স্থিরনেত্রে করিল শয়ন!
রুধির-প্রবাহ বহে পর্ব্বত-উপর ;
পেচক পেচকী ডাকে অতি ভয়ঙ্কর।

---

* কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।
ভগবদ্গীতা।

অণুক্ষণ শিবাগণ ঘোর রবে ধায় ;
শকুনি গৃধিনী সব উড়িয়া বেড়ায়।
পর্ব্বত হইতে যথা নামি' ধরাতলে
স্রোতস্বতীগণ বেগে মহাকলকলে,
তোয়নিধি অভিমুখে প্রবল তরঙ্গে
বিদীর্ণ করিয়া ধরা যায় নানা রঙ্গে ;
সেরূপ দানবদল করি' আস্ফালন,
কালীর খর্পরে আসি' হ'তেছে পতন।
অথবা যথায় অতি প্রদীপ্ত জ্বলন
তমোরাশি নাশে হাসি করি' উদ্দীপন।
তাহার উপরে যথা পতঙ্গ-নিকর
ক্ষণস্থায়ী বেগে শূন্যে করিয়া নির্ভর,
প্রফুল্ল-হৃদয়ে আসি' হইয়া পতন,
শেষে দগ্ধ কলেবরে হারায় জীবন ;
তাদৃশ বিষম রণে দানবের দল
মার মার শব্দে আসি' ঘোর রণ স্থল,
মহাবেগে করালীর গভীর আননে
পতিত হইয়া যায় শমন-ভবনে।
বিকট-দশনা বামা করাল-বদনা,
মহাভয়ঙ্করা শ্যামা আরক্ত-নয়না !
ক্ষণে সর্ব্ব-দৈত্যে রণে করি' ক্ষীণবল,
খড়্গহস্তা হইলেন, সমরে প্রবল।

দুর্দ্ধর্ষ বীরের শ্রেষ্ঠ চণ্ড সেনাপতি
দেখিল ভীষণা কালী অতি বলবতী।
সবিস্ময়ে মহাবীর দেখিয়া তখন,
চিন্তা করে : "কি আশ্চর্য্য এ আর কেমন!
যবে, হায়, যেতে এই হিমাদ্রি-উপরে
দেখিযাছি যে ললনা প্রফুল্ল অন্তরে,
কোথা কমলাঙ্গী সেই স্মের সুধামুখী,
দেখি' যা'রে প্রাণে কত হইযাছি সুখী?
একি, তবে দেখিতেছি বিকট আকার;
অশনি সদৃশ ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার!
ত্রিলোচনা অভ্রবর্ণা আরক্ত নযনে
গবজে গভীর শ্যামা সমর-জ্বলনে।
যা'হৌক, তা'হৌক আজি করিব সমর;
সম্মুখ-সমরে কভু না হ'ব কাতব।
বণক্ষেত্র ছাড়ি' যদি করি পলাযন;
হাসিবে দানবশত্রু যত দেবগণ।
ইন্দ্র বেটা অহঙ্কারে ল'যে দলবল,
আসিয়া জ্বালিবে পুনঃ সমর-অনল।
অসুরেব যশঃ-শশী যা'বে অস্তাচলে;
ভাতিবে অমর-কেতু গগনের তলে।
অমরের গর্ব্ব কভু প্রাণে না সহিবে,
রণে পরাঙ্মুখ হ'লে সকলে হাসিবে।

এইরূপ নানা চিন্তা করি' চণ্ড.বীব
ক্রোধাবেশে কম্পিতাঙ্গ হইল অস্থিব।
ধনুর্ব্বাণ-হাতে বীর প্রবেশিল রণে ;
ছাইল গগনতল বাণ-ববিষণে।
শূল শেল-শক্তি অস্ত্র অজস্র ধাবায,
চাবিদিক অন্ধকার দেখা নাহি যায।
চণ্ডেব নিক্ষিপ্ত অস্ত্র কবিযা গর্জ্জন,
রুদ্রী-অঙ্গে তুলাতুল্য হইল পতন।
দৈত্যকুলে জন্ম, বীর নানা মাযা জানে,
অলক্ষ্যেতে থাবি' দুষ্ট মহা-অস্ত্র হানে।
চণ্ডের বিক্রম দেখি' যত দৈত্যগণ
মহোল্লাসে জয়-আশে করে আস্ফালন।
বীরপদভবে ধবা কাঁপিতে লাগিল।
পাতালে অনন্তদেব প্রমাদ গণিল।
রণক্ষেত্রে বণকালী অসি ধবি' করে,
দলে দলে দানবের শিবশ্ছেদ কবে'।
ক্রোধে চণ্ড মন্ত্রপূত ছাড়িলেক শব ;
বাণাঘাতে মুক্তকেশী হইলা কাতব।
ঘোর ববে মহাক্রোধে সমবে তখন,
বিশ্বরূপা মূর্ত্তি দেবী কবিলা ধাবণ।
নযন-অপাঙ্গ হ'তে স্ফুবে ক্রোধানল ;
চরণ-ভবেতে ধবা কবে টলমল।

পরেতে সুতীক্ষ্ণ অসী তুলিয়া শঙ্করী,
চণ্ডের চিকণ কচ বাম হস্তে ধরি',
চণ্ডমুণ্ড খণ্ড দেবী করিলা যখন,
দেবগণ করিলেন কুসুম বর্ষণ।
চণ্ড হত দেখি' তবে মুণ্ড ক্ষিপ্ত প্রায়,
সরোষ বিক্রমে বীর দেবী অগ্রে ধায়।
অস্ত্রের প্রধান শূল মহাশক্তিধর,
সহুঙ্কারে প্রহারিল কালীর উপর।
শত সূর্য্য জিনি' তেজঃ অতি দীপ্তিমান,
গর্জ্জিয়া উঠিল অস্ত্র বজ্রের সমান।
সৌদামিনী-সম বেগ অতি দ্রুততর,
চলিল সে মহাশূল ব্যাপিয়া অম্বর।
শূল-জ্যোতিঃ দেখি' যত অমর কিন্নর,
সবিস্মিত হইলা কম্পিত-কলেবর!
বাম হস্তে শূল কালী করিয়া ধারণ,
অসিতে মুণ্ডের মুণ্ড করিলা ছেদন।
ছিন্নগ্রীব মহাসুর পড়িল যখন,
হিমালয়ে ভূমিকম্প হইল তখন।
চণ্ডমুণ্ড পতনেতে সুখী দেবগণ,
ভাবিলা ফিরিয়া পা'ব অমর-ভুবন।"
রণ জয়ে অট্ট হাস্য করিয়া শঙ্করী,
চণ্ডমুণ্ড মুণ্ডদ্বয় ক্রোধে হস্তে ধরি,

নিমগ্ন তাণ্ডবে হৈল সমর-ভিতরে ;
ঘন ঘন ছাড়ে নাদ সাহ্লাদ অন্তরে।
অম্বিকার কাছে শ্যামা করিয়া গমন,
বলিলেন পূর্ব্বাপর যুদ্ধ-বিবরণ।
শ্রবণ করিয়া দেবী দৈত্যের বিনাশ,
হইলা প্রফুল্ল ,—হাসি 'বিজলী-সঙ্কাশ।
কহিতে লাগিলা তবে কেশরী-বাসিনী :
"চামুণ্ডা নামেতে খ্যাত হও গো কল্যাণি !
সিংহীর কুমারী প্রখর নখরে
বিনাশি' মহিষে রকত মুখে,
আসে মার কাছে ; নিরখি' তাহারে
মাতা যথা ভাসে অতুল সুখে ;
সেইরূপ তুমি চণ্ডমুণ্ডে বধি'
রক্তমাখা অসি আসিলে ল'যে ;
নিরখি' আমার আনন্দ-জলধি
উঠিল উথলি' হৃদয় ছেয়ে।

ইতি সুরারিবধ কাব্যে
চণ্ডমুণ্ড-শিরচ্ছেদ নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ ।

কম্পিত শরীর হয়ে' সজল নয়নে,
স্বেদসিক্ত ভগ্নদূত মলিন বদনে,
ঘনশ্বাস বহে, আর সভয় অন্তরে
উপস্থিত হৈল গিয়া শুম্ভের গোচরে।
দৈত্যনাথ দেখি' দূতে, সবিস্ময়ে অতি
জিজ্ঞাসা করেন তা'রে: "একি তব গতি ?"
শুনিয়া দৈত্যেন্দ্র বাক্য, সুগ্রাব তখন
বলে: "প্রভু! শুন চণ্ডমুণ্ডের পতন।—
অসুর-গৌরব আজি হইয়াছে হত,
রণক্ষেত্রে পড়িয়াছে দৈতকুল যত।
নিরুপমা কোমলাঙ্গী অতীব মোহিনী,
নাহি এবে, মহারাজ! দেখি সে ভাবিনী।
লম্বোদরা ঘোরশ্যামা, মহাস্থূলকায়;
বিকট দশনশব্দ করে বজ্রপ্রায়।
লক্ লকী জিহ্বা আর আরক্ত নয়নে,
মুক্ত রুক্ষ কেশজালে, গভীর গর্জ্জনে
তাণ্ডবে নিমগ্ন হ'যে সেই এলোকেশী
নাশিল সকল সৈন্য, করে ধরি' অসি।

শুনিয়া দূতের এই বিষম বচন,
ক্রোধেতে হইল শুম্ভ আরক্ত নয়ন।
ভয়ে অভিমানে অঙ্গ কাঁপে থরথর ;
প্রিয় ভ্রাতা নিশুম্ভেরে বলিলা সত্বর :
"কহ, ভাই। রক্তবীজ সেনানীপ্রবরে,
হইয়া একত্র সবে যাইব সমরে।'
বাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে রক্তবীজবীর
আসিল রাজার অগ্রে, নত করি' শির।
"কি আজ্ঞা সাধিব, প্রভু! বল, দৈত্যেশ্বর!
নাশিব কাহারে আজি করিয়া সমর ?"
রক্তবীজ বাক্য শুনি', দানবের নাথ
কহিল: "সমরে আজি চল মম সাথ।
নীরদবরণা কেটা আসিয়াছে রণে ;
হত করিয়াছে যত মম সৈন্যগণে।"
আজ্ঞা পেয়ে রক্তবীজ দিলেক ঘোষণ:-
"চল সর্ব্ব দৈত্যদল করিয়া সাজন।"
ধনুর্ব্বাণ অস্ত্র শস্ত্র করিয়া ধারণ,
বাহিরিল সর্ব্ব সৈন্য করিবারে রণ।
ভীষণ দানব-সৈন্য, বিকট আকার,
চলিল সমর-মুখে কাতার কাতার।
দানব-পতাকা উচ্চ শোভিল আকাশে ;
সবান্ধব দেবগণ দেখে' কাঁপে ত্রাসে।

প্রথমে চলিল রক্তবীজ মহাবীর
চতুরঙ্গদলে বলে হইয়া বাহির।
দ্বিতীয়েতে রাজভ্রাতা নিশুম্ভ দুর্জ্জয়
দলে বলে চলে বীর করিয়া প্রলয়।
তৃতীযেতে চলে শুম্ভ দানব-ঈশ্বর,
ব্রহ্ম বরে বলী বীর সমরে প্রখর।
পারিজাত-পুষ্পমালা গলে শোভা পায়;
অপ্সরঃ কিন্নরী কত চামর ঢুলায়।
বাজিতে লাগিল রণ-দুন্দুভি-পটল;
গম্ভীরে নির্ঘোষে যেন জলদের দল।
কাতারে কাতারে যত দনুজের কুল
পত্তি-* অশ্ব-রথ-গজে করিয়া সঙ্কুল।
আচ্ছাদিল ধরাতল চতুরঙ্গদলে;
কর্ণেতে লাগয়ে তালি দৈত্য-কোলাহলে।
প্রবল পবনে যেন পয়োধির জল
উত্তাল তরঙ্গরূপে করে কোলাহল;
তাদৃশ অসুরগণ সদর্প চালনে,
কেহ অশ্বে কেহ গজে ঘোর আস্ফালনে।
চলিল সমর-ক্ষেত্রে লয়ে দলবল;
যুদ্ধবাদ্যে উৎসাহিত হইয়া সকল।

---

* পদাতিক সৈন্য।

প্রলয় ঝটিকা যথা মরু-ভূ-মাঝারে
উড়া'য়ে বালুকারাশি চৌদিক আঁধারে ;
তাদৃশ আঁধারি' দিক দনুজ-ঈশ্বর
প্রচণ্ড-প্রতাপে চলে আকুলি' অম্বর।
কতক্ষণে ব্যূহত্রয় হইয়া মিলিত,
হিমালয় শৃঙ্গোপরি হৈল উপনীত।
হেনকালে অস্তগত হৈল দিনমণি।
তিমির-বসনাবৃতা আইলা রজনী।
সুনীল-গগনতলে তারকার দল
ঝিকি মিকি করে যেন হীরক-উজ্জ্বল ॥
সিংহের গর্জ্জন উঠে পর্ব্বত-কন্দরে।
অজস্র তুষাররাশি ঝরে ঝর ঝরে।
হিমালয়োপরি জ্বলে ওষধি-সকল
তুহিনমণ্ডিত দেশ করিয়া উজ্জ্বল।
কথঞ্চিত্ বিভাবরী করিয়া যাপন,
জাগিয়া উঠিল প্রাতে যত দৈত্যগণ।
প্রভাতে উঠিয়া রক্তবীজ মহাবীর,
সসৈন্যেতে সর্ব্ব অগ্রে হইল বাহির।
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি' সেনাপতি,
রণ ভেরী বাজা'য়ে, কাঁপায় বসুমতী।
বিকট-আকার বীর, দেখে ভয় পায় ;
রথের ভিতর বসি' চারিদিকে চায়।

ভয়ানক ব্যূহ বীর করি' সঞ্চালন,
চলিল ক্রমশঃ ক্রোধে করিবারে রণ।
উজ্জ্বল মুকুট তা'র মস্তকে শোভিত ;
পূর্ণ শর তূণ আছে পৃষ্ঠে বিলম্বিত।
রণ-মুখে দৈত্যদল যায় দলে দলে ;
জঙ্গম-প্রাচীর যেন সারি সারি চলে।
হেথায় চণ্ডিকা দেবী সিংহ-আরোহণে
কৌতুকে দেখেন বসি' যত দৈত্যগণে।
মনে মনে ভাবে' দেবী: "পতঙ্গের মত
পুড়িবে সমরানলে আজি দৈত্য কত।
যত জন আসিয়াছে কেহ না ফিরিবে ;
দানব রুধিরে আজি মেদিনী ভাসিবে।"
এতেক ভাবিয়া দেবী ছাড়িলা হুঙ্কার ;
শব্দ শুনি' তিনলোক হৈল চমৎকার।
দিবসেতে বোধ হ'ল অন্ধকারময়।
শব্দ শুনি' দানবের মনে হৈল ভয়।
পরস্পরে সম্বোধিয়া বলে: "শুন, ভাই!
একি বিপরীত-শব্দ শুনিবারে পাই!"
অতঃপর রক্তবীজ সৈনিক-নিকরে
আদেশিলা প্রবেশিতে সমর-ভিতরে।
পাইয়া তাহার আজ্ঞা যত সৈন্যগণ
বেড়িল চৌদিকে আসি' দেবীরে তখন।

তবে দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎ জননী
শক্তিগণে দেহ হ'তে সৃজিলা তখনি।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ঈশ-গুহ ইন্দ্রাদি-অমর
শক্তিরূপে বাহিরিলা করিতে সমর।
নিস্ক্রমিয়া দেব শক্তি, জগত-ঈশ্বরী
হুঙ্কারে' গভীর ;—গিরি কাঁপে থরহরি।
যথাযোগ্য বাহনেতে করি' আরোহণ,
উপস্থিত হৈলা সবে করিবারে রণ।
সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলু * মরাল-বাহিনী
আসিলা ব্রহ্মার শক্তি সমরে ব্রহ্মাণী।
বিষ্ণুশক্তি শঙ্খ-আদি করিয়া ধারণ,
আসিলা গরুড়-পৃষ্ঠে করিবারে রণ।
বৃষারূঢ়া, ত্রিশূলিনী, উরগ বলয়া
আসিলা শিবের শক্তি সমরে অভয়া।
কৌমারী হস্তেতে শক্তি ময়ূর-বাহনে
আইলেন গুহ-রূপা এই মহারণে।
বজ্র হস্তে পুলোমজা গজরাজোপর,
সহস্র নয়নে দেবী উজলি' অম্বর,
বজ্রনাদে দৈত্যগণে করিয়া স্তম্ভিত,
আসিলা ইন্দ্রাণী করি' দিক্ আলোড়িত।

---

* অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুর সহিত।

বরাহ দেবের শক্তি শক্তি হস্তে ধরি'
আসিলা সমর-ক্ষেত্রে বারাহী সুন্দরী।
নারসিংহী নৃসিংহের স্বরূপা হইয়া,
ঘোর দংষ্ট্রা ভঙ্গি করি' আসিল গর্জ্জিয়া।
শক্তিগণে জগন্মাতা করিয়া সৃজন,
বলিলেন: "রণমুখে ধাও সর্ব্বজন।
অগ্নি-স্রোতো-রাশি যথা আগ্নেয়-ভূধরে
জন্ম লভি' শত শত গ্রাম দগ্ধ করে;
সেইরূপ শক্তিগণ শক্তিতে আমার
অবিলম্বে দৈত্য-কুল করহ সংহার।"
পাইযা চণ্ডীর আজ্ঞা যত শক্তিগণ,
স্বীয় স্বীয় অস্ত্র সবে করিলা ধারণ।
ভীমবেশে নভস্তল করিয়া দলন,
আইলা ভয়দবেগে করিবারে রণ।
শক্তিগণ মধ্যে তবে জটিলা ঈশানী
সম্বোধিয়া দৈত্যদূতে বলিলেন বাণী:
"শুম্ভের নিকটে গিয়া, অহে দূতবর!
বল' যাহা বলি আমি তোমার গোচর।
জীবনের আশা তার যদি থাকে মনে,
পরাভব স্বীকার করুক আজি রণে।
ইন্দ্রেরে করিয়া স্কন্ধে রত্ন সিংহাসনে
বসাইযা, যা'ক দুষ্ট পাতাল-ভুবনে।

দেবতারে যজ্ঞভাগ করিয়া প্রদান,
দলে বলে স্বর্গ-ছাড়ি' করুক প্রস্থান।
তবে ত এঘোর রণে পাইবে নিস্তার ;
নতুবা এখনি যা'বে কৃতান্তের দ্বার।"
ঈশানীর এই বাক্য করিয়া শ্রবণ,
শুম্ভের নিকটে গিয়া করে নিবেদনঃ
"শুন, প্রভো, দানবেশ ! বামার বচন,
অসুরে ছাড়িতে বলে অমর ভুবন।
দলে বলে যে'তে বলে পাতাল-ভিতর ;
নতুবা হইবে নষ্ট দানব-ঈশ্বর।"
দূতমুখে দেবীবাক্য করিয়া শ্রবণ,
ক্রোধেতে কহিল বীর (আরক্ত নয়ন) :
"কি বলিলি, ওরে দূত ! আমার গোচর ;
স্বর্গছাড়ি' যা'ব আমি পাতালভিতর ?
ধিক্ মম তপ জপ ধিক্ মম প্রাণ !
সামান্যা মানবী করে এত অপমান !
হেন বাক্য পুনঃ যদি বলিস আমারে ;
তখনি পাঠা'ব তোরে যমের আগারে।"
শুনিয়া শুম্ভের বাক্য কাঁপিতে কাঁপিতে
পলাইয়া গেল দূত ভয়ে এক ভিতে।
শুম্ভের বচন শুনি' যত দৈত্যগণ
ধাইল সমর-মুখে করিয়া গর্জ্জন।

শরবৃষ্টি হয়, যেন শলভ বর্ষণ।
শক্তিগণে বেড়িয়া প্রহারে দৈত্যগণ।
জ্বলিল সমর-অগ্নি ভীষণ মূরতি ;
আকুল হইল দিক্ সহ বসুমতী।
ছিন্ন ভিন্ন হ'ল, হায়! হিমাদ্রির বেশ ;
উড়িল বিষম ধূলি আঁধারিয়া দেশ।
রণশ্রমে হ'য়ে স্বেদসিক্ত কলেবর,
দৈত্য-অনীকিনী ঘোর করিছে সমর!
অশ্বারোহী অশ্বোপরে করি'আরোহণ,
সূর্য্যসমপ্রভ অসি করিছে চালন।
গজারোহী গজগণে উত্তেজিত করে',
বিক্রমে আইল এই সমর-ভিতরে।
রথিগণ ধরিয়া বিচিত্র ধনুঃশর,
ছাড়ি'ছে হুঙ্কার ঘোর সমর-ভিতর।
পদাতিক সৈন্যগণ শর বরিষয়,
ঝড়মুখে বালী উড়ে হেন বোধ হয়।
রক্তাংশুক পরিধিয়া অস্তে গেলে রবি,
তিমির যেমতি গ্রাসে স্বভাবের ছবি ;
বাণবৃষ্টি-জাত তমঃ হিমাদ্রি-অচলে
ফেলিল আচ্ছন্ন করি' ;—দৃষ্টি নাহি চলে।
তবে কতক্ষণে কালী, করাল বদনা,
হেরিয়া সে রণক্ষেত্র,ভীষণ-দর্শনা,

শক্তিগণে বিধিমতে চালাইযা বণে,
করিতে লাগিলা নৃত্য সমর-প্রাঙ্গনে।
হংসপৃষ্ঠে ব্রহ্মাণী করিয়া আরোহণ,
কমণ্ডলুস্থিত বারি করিয়া বর্ষণ,
অসুবের বলবীর্য্য হবিতে লাগিল ;
প্রকৃতির শোভা যেন শিশির হবিল।
মাহেশ্ববী নাশে অরি হানিযা ত্রিশূল।
বৈষ্ণবী চক্রেতে নাশ করে দৈত্যকুল।
কৌমাবী নাশি'ছে শত্রু শক্তির আঘাতে।
ইন্দ্রাণী মারিছে দৈত্য ঘোব বজ্রপাতে।
তুণ্ডাঘাতে বারাহী বিনাশে' দৈত্যগণ।
নারসিংহী নখেতে করি'ছে বিদাবণ।
ক্রুদ্ধা হ'য়ে এইরূপে যত মাতৃগণ,
আরম্ভিল দৈত্যগণে করিতে মথন।
মাতৃগণ-কোপ দেখি' দৈত্য-সেনাচয,
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস গণিয়া প্রলয়,
ইতস্ততঃ বিষাদেতে করে পলায়ন।
এবে নাহি দেখি আর পূর্ব্ব আস্ফালন।
সৈন্য-ভঙ্গ দেখি রক্তবীজ মহাবীর,
ক্রোধে অভিমানে হৈল কম্পিত-শরীর।
'মার মার' শব্দে বীর প্রবেশিল রণে ;
রুষিয়া প্রহার করে যত মাতৃগণে।

যদি রক্তবিন্দু তা'র সমর-ভিতরে
শরীর হইতে পড়ে ধরণী-উপরে ;
তখনি ব্রহ্মারি বরে সদৃশ তাহার,
জন্মিবে অপর বীর ভীষণ-আকার ;
বল-বীর্য্য-পরাক্রমে তাহার সমান
হইবে দ্বিতীয় বীর অতি বীর্য্যবান।
পরে ক্রুদ্ধা হ'য়ে শচী করিয়া গর্জ্জন,
বজ্র শস্ত্রে তা'র শিরঃ করিলা চূর্ণন।
শিরঃ ভঙ্গে গতপ্রাণ হইয়া তখন,
রুধিরাক্ত বরাবর করিল শয়ন।
রক্ত-বিন্দু যত তা'র শরীরহইতে
পতিত হইল সেই সমর-ভূমিতে।
সেই ক্ষণে ব্রহ্মা-বরে সদৃশ তাহার,
জন্মিল অসংখ্য বীর ভীষণ-আকার।
এইরূপে অগণন রক্তবীজ বীর
আইল সমর মাঝে উন্নমিয়া শির।
গদা-হাতে বীরগণ সমর-তরঙ্গে
আরম্ভিলা মহারণ ইন্দ্রাণীর সঙ্গে।
যুদ্ধে যেই হয় এক বীরের পতন,
অমনি অসংখ্য-বীর জন্মে সেই ক্ষণ।
আশ্চর্য্য বিধির ভাব কে পারে বুঝিতে ?
এক বীর জন্মে এক-বিন্দু রক্তপাতে !

মাতৃগণে বীরগণে হয় মহারণ ;
যত রক্ত পড়ে তত জন্মে বীরগণ।
গরজি' ইন্দ্রাণী পুনঃ বজ্র ল'য়ে করে,
রক্তবীজগণে হানে সমর-ভিতরে।
বিষ্ণুতেজে হরিপ্রিয়া ধরি' চক্রবর,
রক্তোত্থিত দৈত্যগণে নাশেন সত্বর।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেতে করেন তাড়ন,
কৌমারী ধরিয়া শক্তি করি'ছে ঘাতন।
এইরূপে মাতৃগণ কুপিত হইয়া
মারিলা অনেক বীরে বিক্রম করিয়া।
সেই সব রক্তবিন্দুপাতে পুনর্ব্বার
জন্মিল অসংখ্যবীর রণেতে দুর্ব্বার।
সকল জগত্ ব্যাপ্ত হইল তাহায়
দেবগণ কম্পবান্ না দেখি' উপায়।
বিষণ্ণ মলিন মুখ দেখি' দেবগণে,
বলিতে লাগিলা চণ্ডী সহাস্য-বদনেঃ
"শুন শুন, চামুণ্ডে গো, বলি যে তোমায়,
বদন ব্যাদান আজি করহ ত্বরায়।
বিস্তারিবে জিহ্বা তব ব্যাপিয়া মেদিনী,
মায়াতে করিবে কার্য্য শুন, কপালিনি!
পাইয়া চণ্ডীর আজ্ঞা চামুণ্ডা তখন,
সহুঙ্কারে দিক দেবী করিয়া তাড়ন,

মায়ায় নির্ভর করি' জগত-ঈশ্বরী,
বিস্তৃত করেন জিহ্বা পৃথিবী উপরি।
কিরাতের বাগুড়ায় কাননে যেমন
আসিয়া পতিত হয় বন্য জন্তুগণ;
তেমতি ভাবেতে আজি রক্তবীজগণ
কালীর জিহ্বায় আসি' হইল পতন।
রসনায় সমাগত দেখি বীরচয়ে,
শর বর্ষে মাতৃগণ নির্ভীক হৃদয়ে।
মন্ত্র অভিষেক করি' কমণ্ডলু পাণি,
শত্রুদলে হতবীর্য্য করেন ব্রহ্মাণী।
ত্রিশূল হানিয়া মহেশ্বরী অতঃপর,
রক্তবীজগণে নাশে' সমর-ভিতর।
বৈষ্ণবী ঘূরায়ে চক্র ভৈরব আহবে *
খণ্ড খণ্ড করিতেছে রক্তবীজ সবে।
নরসিংহী সিংহনাদ ছাড়ি' ভয়ঙ্কর,
নখে চিরে খণ্ড খণ্ড করে' কলেবর।
বারাহী ভীষণ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
শক্তিতে করেন চূর্ণ রক্তবীজগণ।
ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণীর অশনির ঘায়
অসংখ্য বীরের মুণ্ড চূর্ণ হ'য়ে যায়।
গুহ-রূপা স্কন্দ-শক্তি গরজি' উল্লাসে,

* যুদ্ধে।

শক্তিতে ধরিয়া শক্তি দৈত্যগণে নাশে
এইরূপে মাতৃগণ মনের উল্লাসে
'মার মার' মহাশব্দে রক্তবীজ নাশে।
রক্তবীজ-রক্ত ভূমে পড়িতে না পায়,
সকলি পড়িল গিয়া কালীর জিহ্বায়।
এহেন উপায় কালী করিয়া সৃজন,
নিকৃন্তিলা † রক্তবীজে সমরে তখন।
যত দেবগণ হরষিত-মন,
মনের উল্লাসে বলি'ছে 'জয়';
করে' অগণন পুষ্প বরিষণ,
আনন্দের স্রোতঃ হৃদয়ে বয়।

ইতি সুরারিবধ কাব্যে
'রক্তবীজ-বধ' নাম
পঞ্চম সর্গ।

---

† ছেদন করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

এহেন উপায়ে আজি রক্তবীজ বীর
হইল বিগত-প্রাণ, বিচ্ছিন্ন-শরীর।
অসুরের শিরোমণি অমর-মর্দ্দন
নীরক্তে মহীরতলে করিল শয়ন।
দেখি' তা' অসুর-রাজ দানব-প্রবর
অভিমানে হ'ল অতি ক্রোধিত অন্তর।
বামার রণেতে আজি পেয়ে বহু লাজ,
রথ চালাইতে চাহে সংগ্রামের মাঝ।
দেখি' তা' নিশুম্ভ বীর সম্মুখে আসিয়া,
জোড় হস্তে বলে শুম্ভে বিনয় করিয়া :
"একি ভাব, মহারাজ! দেখি আপনার,
থাকিতে এ' চিরদাস কেন এ' বিচার?
কনিষ্ঠ থাকিতে, শূর! না যাইও রণে,
তব কষ্ট সহিবে না আমার জীবনে।
দেহ মোরে আজ্ঞা আজি, দানব ঈশ্বর!
খণ্ড খণ্ড কাটিব বামার কলেবর।
কিম্বা তা'র হস্তপদ করিয়া বন্ধন,
আনিব সম্মুখে তব সহ মাতৃগণ।"

নিশুম্ভের বাক্য শুনি' দৈত্যের ঈশ্বর,
সকরুণে বলে বীর হইয়া কাতর :
"অপ্রমেয় স্নেহাস্পদ তুমি প্রিয়তর,
প্রাণাপেক্ষা গরিয়ান্ কনিষ্ঠ সোদর।
যবে ইন্দ্র সঙ্গে ল'য়ে অমর-নিকর
(গ্রহকুল-সহ যেন প্রখর ভাস্কর ;)
আমাদের প্রতিপক্ষে সমর-অনল
ক'রে'ছিল উদ্দীপন হইয়া প্রবল ;
সে সময়ে, মহারাজ ! দেখে'ছ নয়নে
আমার বিক্রম কত সেই মহারণে।
এক্ষণে সামান্যা সেই ললনারে গণি,
শিলা কি কঠিন, বীর ! হইতে অশনি ?
মিছা কেন কর ভয়, দৈত্য-শিরোমণি !
ক্ষীণপ্রাণা সে নারীরে মারিব এখনি।"
দনুজ-প্রবর শুম্ভ ভ্রাতার বচনে
বহুধা প্রশংসা তা'র করি' মনে মনে,
কহে · "তুমি মহাবল বীর অবতার,
তথাপি আমার স্নেহ তোমাতে অপার।
এজন্য কাতর আমি হ'তেছি অন্তরে,
কিরূপে তোমায়, ভাই ! পাঠাই সমরে।
ইচ্ছা হইযাছে যদি সমরে যাইতে,
যাও—সে বামারে বাঁধি আনহ ত্বরিতে।"

এত বলি' নিজ ভুজে দৈত্যের ঈশ্বর
বীর-সাজে সাজাইল অনুজে সত্বর।
সাজিয়া নিশুম্ভ বীর হ'ল ভয়ঙ্কর;
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন ভীম জলধর।
বক্ষদেশে তারাময় অভেদ্য দংশন,
কটিবন্ধে ঝুলে অসি, মিহির-বরণ।
পৃষ্ঠ দেশে দীপে যেন পরিধি-রবির
ভাস্কর ফলক;—দেখি বিবুধ অস্থির।
হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত-কাঞ্চনে জড়িত
নিষঙ্গ; পূরিত তা'হে শর সংখ্যাতীত।
বাম হস্তে ধরি' ধনু মহাধনুর্দ্ধর
টঙ্কারে; ত্রৈলোক্য কাঁপে হইয়া কাতর!
মুকুট মস্তকোপরি ভাতিল কিরণে;
চূড়া তাহে নড়ে, যেন শাখা সমীরণে।
অসি-চর্ম্ম-শেল-শূল-মূষল-মুদ্গর
শক্তি গদা আদি তুলি' বিমান উপর।
বিক্রমে নিশুম্ভ বীর, বীর-বেশ ধরি',
দর্পে স্বীয় রথে উঠে সিংহনাদ করি'।
চতুরঙ্গ সেনাকৃত ব্যূহ বিস্তারিয়া,
চলিল সমর-ক্ষেত্রে উদ্যত হইয়া।
বিদাইয়া রণ-মাঝে কনিষ্ঠ সোদরে,
ভাবিতে লাগিল শুম্ভ ব্যাকুল অন্তরে:

"ঘোরতর ভয়ানক সমর-সাগর ;
বিশেষ করালী সহ হইবে সমর।
এহেন ভীষণ স্থানে তা'রে পাঠাইযা,
কিরূপে থাকিব আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ?
ভ্রাতৃ-অনুবর্ত্তী আমি হইয়া এখন,
রণে বিনাশিব কালী সহ মাতৃগণ।"
মনে মনে এত ভাবি' দানব ঈশ্বর,
রণ-শৃঙ্গ বাজাইতে বলেন সত্বর।
বাজাইল রণ-শৃঙ্গ গভীর নিস্বনে ;
রুদ্র শৃঙ্গ নাদে' যেন কৈলাস-ভবনে।
সাজে আশু দৈত্যকুল অন্তক সোসর
বীর-পদভরে ধরা কাঁপে থর থর।
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথ শত শত,
স্বর্ণধ্বজে সুশোভিত মাণিক্য-সংযত।
ধূম্রবর্ণ হস্তিচয়, অতি ভয়ঙ্কর,
আস্ফালি' ভীষণ-শুণ্ডে তুলয়ে মুদ্গর।
বাহিরিল হেষারবে তুরঙ্গমগণ,
ধূলি উড়াইয়া ধায়—পবন-গমন।
আইল পতাকিদল—পতাকা উড়িল ;
ধূমকেতু রাশি যেন সহসা উদিল।
বাজিল দানব বাদ্য মহাঘোর স্বরে
সশঙ্কিত সর্ব্বলোক হইল অন্তরে।

ভেরী তূরী রণবাদ্য দুন্দুভি-নিনাদ,
দামামা দগড় আদি বাদ্য-সিংহনাদ।
থর-থর-থরে মহী সঘনে কাঁপিল ;
কল্লোলিয়া তোয়নিধি সভয়ে উঠিল।
চমকি' ত্রিদশনাথ হইয়া কাতর,
অমর-গুরুরে তবে কহিলা সত্বর :
"দেখ, গুরো! মুহুর্মুহু কাঁপে ধরাতল,
ভূ কম্পনে আজি বুঝি হইল বিকল।
ধূমপুঞ্জ ঘন উড়ি' ধরি' ঘনাকার,
আবরিছে দিননাথে করি' অন্ধকার।
ভয়ঙ্করী বিভা আজি দীপে নভস্তল,
কালাগ্নি-সম্ভবা যেন হইয়া প্রবল।
কান দিয়া শুন, প্রভো! জলধি-কল্লোল,
লয়িতে প্রলয়ে যেন জগত-মণ্ডল।
ভয়ে পাণ্ডু গণ্ডদেশ গুরু বৃহস্পতি,
সম্বোধিয়া কহিলেন : "শুন, শচীপতি!
কি আর কহিব, দেব! নহে ভূ-কম্পন ;
দৈত্য-বীর-পদ-ভরে কাঁপি'ছে ভুবন।
ধূমপুঞ্জ বলি' যাহা কর অনুমান,
দৈত্য-পদোত্থিত ধূলি ধূমের সমান।
কালাগ্নি সম্ভবা বিভা নহে, দেবপতি!
স্বর্ণ বর্ণ আভা আর অস্ত্রাদির জ্যোতি।

সাগর কল্লোল নহে অই কোলাহল,
গরজে দানব-চমূ হইয়া প্রবল।”
বাহিরিল দৈত্যবাজ রথে-আরোহণে;
ঘর্ঘরিল রথ ঘোর গভীর গর্জ্জনে।
রথচক্রে বিস্ফুলিঙ্গ উগরি’ উঠিল;
জলদে বিদ্যুদ্-বেখা যেন বে চকিল।
পাযে সদাগতি * বাঁধা, হেন অশ্বগণ
উল্লাসে হেষিল বথে হইযা যোজন।
উদিল আদিত্য যেন উদয় পর্ব্বতে,
নাশিযা বিভার ভাব একচক্র বথে।
চৌদিকে বথীন্দ্র দল সাজিল বিস্তর,
দৈত্যধ্বজ উড়িতেছে অশ্বেব উপব।
ঘোবতব বীর নাদে কবিয়া গর্জ্জন,
চলিল অসঙ্খ্য দৈত্য করি’ আস্ফালন।
দৈত্যগণে পরিবৃত হ’য়ে দৈত্যেশ্বর,
চলিল সমর-ক্ষেত্রে হইয়া প্রখর।
নিশুম্ভেরে স্বীয় বলে করিবাবে বলী,
বেগে যায দৈত্যনাথ হ’য়ে কুতূহলী।
সজল-জলদ যথা পশ্চিমে উঠিযা,
পূর্ব্বাঞ্চলে ধায় বেগে ধারা ছড়াইযা।

---

* বায়ু।

তাদৃশ শুম্ভের সৈন্য, বিকট আকার,
ধূলি উড়াইয়া যায় সংগ্রাম-মাঝার।
এখানে নিশুম্ভ বীর বাণ বরিষণে
আরম্ভিলা মহাযুদ্ধ শঙ্করীর সনে।
অতি লঘু হস্তে তবে জগত-ঈশ্বরী
হেলায় ফেলেন বাণ ছিন্ন ভিন্ন করি'।
বাণ ব্যর্থ দেখিয়া নিশুম্ভ মহাবীর,
ক্রোধে থরথর কাঁপে হইয়া অধীর।
পরেতে নিশিত খড়্গ ল'য়ে ডান হাতে,
গর্জ্জিয়া মারিল বীর কেশরীর মাথে।
খড়্গাঘাতে মৃগপতি হইয়া কাতর,
অধিক গরজে ক্রোধে করি' ঘোরস্বর।
সিংহের মস্তকে দেবী হস্ত বুলাইল;
অমনি মস্তক তা'র পূর্ব্বমত হৈল।
ক্ষুর অস্ত্র মহামায়া করিয়া প্রহার,
খণ্ড খণ্ড করিলেন অসিচর্ম্ম তা'র।
ছিন্নচর্ম্ম, ভগ্নখড়্গ হইল যখন,
মহাশক্তি মহাবীর করিল ক্ষেপণ।
চক্রেতে সে মহাশক্তি দ্বিখণ্ড করিয়া,
নাচিতে লাগিলা চণ্ডী সমরে মাতিয়া।
ব্যর্থ অস্ত্র দেখি' তবে দৈত্যবীরবর,
প্রহারিল তীক্ষ্ণ শূল দেবীর উপর।

হুঙ্কারিয়া বাম হস্ত করি' প্রসারণ,
ধরিয়া দানব-শূল করিলা চূর্ণন।
অতঃপর গুর্ব্বী গদা উত্তোলন করি'
নিক্ষেপিলা দৈত্যবর দেবীর উপরি।
ত্রিশূলে গদারে খণ্ড করিয়া তখন,
ভীমনাদে মহামায়া করেন গর্জ্জন।
পরশু হস্তেতে যবে দানব-পুঙ্গব
ধাইল চণ্ডীর প্রতি করি' ঘোর রব,
আহত সহসা হ'য়ে দেবী শরানলে,
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর পড়ে ভূমিতলে।
নিশুম্ভ পড়িল যদি হ'য়ে হতজ্ঞান,
দেবী প্রতি শুম্ভ বীর হ'ল ধাবমান।
ব্রহ্মবরে সহস্র দেবের বল ধরে;
ধূমকেতু রূপে বীর ভাতিল সমরে।
ধনুর্জ্জ্যা নির্ঘাত ঘোর করিয়া নিস্বন,
মহোল্কা সদৃশ শক্তি করিল ক্ষেপণ।
হেথায় নিশুম্ভ বীর চেতন পাইয়া,
গদা-হস্তে দেবী প্রতি চলিল ধাইয়া।
অগ্রজে নিবারণ করি' বীরবর,
নির্ভয়ে চলিল পুনঃ করিতে সমর।
কত অস্ত্র মারে বীর চণ্ডীর উপর,
অস্ত্রাঘাতে চণ্ডিকা হইলা জর জর।

ক্রোধেতে চণ্ডিকা শূল করি' উত্তোলন,
নিশুম্ভের হৃদয়েতে করিলা ক্ষেপণ।
সাক্ষাত্ শমন-তুল্য সে শূলের ঘায়
নিশুম্ভের কলেবর ভূমিতে লোটায়।
ভূমে পড়ি' ছটফট করিযা অসুর,
গতায়ু হইয়া গেল কৃতান্তের পুর।
অসুবেব দেহ ভূমে পড়িল যখন,
আমূল হিমাদ্রি কাঁপি' উঠিল তখন।
দিবস ব্যাপিযা যুদ্ধ চণ্ডিকাব সনে
কবিযা মরিল বীব সমব-প্রাঙ্গনে।
বিভিন্ন হৃদয হ'যে নিশুম্ভ যখন
পড়িল সমব-ক্ষেত্রে করি' মহারণ ;
তাহাব সে শূলভিন্ন হৃদয হইতে
নিঃসৃত পুরুষ এক হ'ল আচম্বিতে।
দেবী প্রতি মহাবল সেই বীর-বব
বলিল : "তিষ্ঠহ, দুষ্টে। করিতে সমব।"
নিষ্ক্রমণে বীর বাক্য করিযা শ্রবণ,
খড়্গে দেবী তা'র শিব করেন ছেদন।
অবশিষ্ট সৈন্য যত অসুর রাজার
আইল সমর ক্ষেত্রে বলি 'মাবমার'।
এদিকেতে স্ব স্ব অস্ত্র ধরি' মাতৃগণে,
চামুণ্ডারে অগ্রসর করিয়া যতনে,

নভস্তল উৎপাতিত করিয়া সমরে,
প্রহারে প্রবৃত্ত সবে দনুজ নিকরে।
সহুঙ্কারে শক্তি ল'য়ে কৌমারী তখন,
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন অমরারিগণ।
মন্ত্রপূত করি' তবে কমণ্ডলু-পাণি,
বহু সৈন্য নিরাকৃত করেন ব্রহ্মাণী।
মাহেশ্বরী ত্রিশূল চালনা করি' করে,
খণ্ড খণ্ড করিলেন দানব নিকরে।
বারাহী তুণ্ডের ঘাতে চূর্ণে' কত জনে;
বৈষ্ণবী চক্রেতে ছিন্ন করে' দৈত্যগণে।
ইন্দ্রাণী কুলিশপাতে করি' ঘোর রব,
মারিলেন সমরেতে অসঙ্খ্য দানব।
অবশিষ্ট সৈন্য কত অসুর রাজার
চর্ব্বণ করিয়া কালী করেন সংহার।
এইরূপে মহাবীর নিশুম্ভ দুর্জয
সসৈন্যে সমর-ক্ষেত্রে হ'ল আজি ক্ষয়।
অসুরের মৃত-দেহ সমর-তরঙ্গে
শৃগাল কুক্কুরগণ খায় নানা রঙ্গে।
আনন্দে ভুষণ্ডী কাক করে রক্ত পান
হেরিয়া সে রণ ক্ষেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ!
শূল-হস্তে কালিকা নাচেন শবোপর;
পদভরে হিম গিরি কাঁপে থর থর।

হেন কালে অস্তগত হৈল দিনমণি ;
ক্রমে উপস্থিত নিশা নক্ষত্র মালিনী।
রণ-ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে চিতা অগ্নি জ্বলে ;
ভীষণ আকৃতি ছায়া চলে দলে দলে।
লইয়া মড়ার মাথা শূন্য মার্গে ছুড়ি'
অগ্রে লুফিবার জন্য করে হুড়াহুড়ি।
খোঁনা খোনা কথা কয় হাসে খল খল ;
কৃত্রিম সমর করে মিলি প্রেত দল।
নিশুম্ভ পড়িল রণে, দেবগণ হৃষ্ট মনে,
আনন্দেতে নাচে আব গায়।
চণ্ডীর মস্তকে ঘন, পুষ্প করে বরিষণ,
মুহুর্মুহু স্বর্গ পানে চায়।
মিলিয়া দেবের দল, হ'যে অতি কুতূহল,
পরস্পর করে আলিঙ্গন।
শুম্ভের নিধন হ'লে, স্বর্গ ফিরে পা'বে ব'লে,
সকলেতে আনন্দে মগন।
এদিকে অসুর-মণি, নিশুম্ভের মৃত্যু শুনি',
ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়।
ভ্রাতৃনাম উচ্চারণ, করিয়া করে রোদন,
মুখে ঘন বলে হায় হায়।

ইতি সুবাবিবধ কাব্যে 'নিশুম্ভ-বধ' নাম
পঞ্চম সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

বিভাবরী অবসান হইল এখন;
পূর্ব্বাঞ্চলে ঊষা দেবী দিলা দরশন।
ক্রমে সমুদিত হৈলা দেব ত্বিষাম্পতি;
কিবা মনোহর বেশ ধরিল প্রকৃতি।
নূতন রবির কর তুষার উপর
ভাতিল উজলি' দিক্, কিবা মনোহর
পক্ষিদল কলকল-রবে উড়ি' যায়;
গুন্‌গুন্-স্বরে অলি উড়িয়া বেড়ায়।
বনেচর ধনুঃশর-ভূষিত হইয়া,
বনে বনে হৃষ্ট-মনে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
পূর্ব্বদিকে সমুদিত হেরিয়া মিহির,
ভয়ে পলাইয়া গেল নিশির তিমির।
শৃঙ্গলগ্ন মেঘ পে'য়ে রবির কিরণ
ধরিল অপূর্ব্ব রাগ নয়ন-রঞ্জন।
হস্তিগণ বনে ক্রীড়া করে হৃষ্ট মনে;
স্রোতস্বতীগণ চলে কলকল স্বনে।
পবিধিয়া দিবাকর-করৰূপ-বাস,
প্রকৃতি নূতন ভাবে পাইল প্রকাশ।

নিদ্রাবেশে কাটাইয়া সমস্ত যামিনী,
জাগিয়া উঠিল যেন প্রকৃতি-কামিনী।
প্রাণের সমান ভ্রাতা নিশুম্ভ দুর্জ্জয়
সহবলে সমরেতে হ'ল যদি ক্ষয় ;
দেখিয়া অসুরনাথ শুম্ভ বীরবর
শোক-সমুদ্রেতে পড়ি' হইল কাতর।
ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হ'ল অমরারি ;
ঝর ঝর বেগে তা'র পড়ে অশ্রুবারি।
দীর্ঘশ্বাসে অতি খেদে কহিতে লাগিল :
"কি কাজ জীবনে আর ?—সকল মজিল !"
বলিতে বলিতে বীর হ'ল ক্রোধমন ;
দৃঢ় হ'ল কম্বুগ্রীব—অধর দংশন।
আখি-পুত্তলিকা দিয়া ঝলিল জ্বলন।
কুটিল করিয়া মুখ ক্রোধেতে তখন
হেরিলা দেবীর সৈন্য শুম্ভ বীরবর—
অগণ্য আলেয়া যেন ভ্রমে নিরন্তর।
ফিরি'ছে ভৈরবীগণ করি ঘোররব ;
কত রঙ্গ ভঙ্গ করে ল'য়ে দৈত্য-শব।
দূর হ'তে দৈত্যরাজ করি' দরশন,
চলিল দেবীর সহ করিবারে রণ।
জলদ-প্রতিম স্বনে দানবের রথ
চলিল সংগ্রামে, যুড়ি' যোজনৈক-পথ।

হয় হস্তী চলে কত,—কে করে গণন ?
অসংখ্য পদাতি চলে ভীষণ-দর্শন।
রক্তবর্ণ কা'র দেহ, কেহ কৃষ্ণ-কায় ;
দেখিতে সকলে যেন অন্তকের প্রায়।
তালবৃক্ষ সম উচ্চ কোন বীরবর ;
যুড়িয়া ছুন্দুভিদ্বয় * কাহারো উদর।
সুরাপানে আঁখি সব হইয়াছে লাল ;
বোধ হয় যেন সবে কালান্তের কাল।
নূতন রবির কর দৈত্য-অস্ত্রোপরে
পড়িয়া শতধা হ'য়ে ঝক্‌মক্ করে।
দৈত্যগণে দূর হ'তে করিয়া দর্শন,
ধাইল মাতৃকাগণ করিবারে রণ।
দেখাদেখি দুই দলে হইল যখন,
পরস্পর পরস্পরে করয়ে তাড়ন।
গভীর গর্জ্জনে ঘোর সংসার পূরিল ;
রুধির-প্রবাহে দিক্ ভাসিতে লাগিল।
প্রলয়েতে যেন সব হইল আঁধার ;
দিবা রাত্রি নাহি ভেদ,—হ'ল একাকার।
ছিন্ন ভিন্ন ধ্বস্তপ্রায় অখিল সৃজন,
বিবিধ আরণ্য জীব কৈল পলায়ন।
ধরণীর হৃদয়ের উদ্ভিদ বসন

* বৃহৎ নাগারা।

যুদ্ধবেগে ইতস্তত হইল পতন।
এইরূপে যত দৈত্যসহ মাতৃগণ
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ, না হয় বর্ণন।
ক্রোধেতে দানবদল যুঝি' নিরন্তর,
রণেতে মাতৃকাগণে করিল কাতর।
পরেতে চামুণ্ডাদেবী কুপিত অন্তরে
লট্ট পট্ট কেশ-জাল বিস্তারি' অম্বরে,
শূল হস্তে চলিলেন অসুর-তাড়নে,
নাশে দৈত্য রাশি রাশি হুঙ্কার গর্জ্জনে।
নেত্র হ'তে বাহিরিল প্রলয়-অনল,
পুড়িয়া মরিল কত দানেবের দল।
হুঙ্কার করিয়া বামা যেই দিকে চায়,
অস্ত্র ফেলি' দৈত্যগণ ছুটিয়া পলায়।
দৈত্যসঙ্ঘ রণে ভঙ্গ দিলেক যখন,
দৈত্যরাজ পায় লাজ সুদুঃখিত-মন।
অভিমানে দেবী-পানে চায় ঘন ঘন,
ভাবে মনে আজি রণে প্রাণ করি পণ।
অতঃপর ক্রোধান্তর দানব-ঈশ্বর
গর্জ্জিয়া বলিল তবে অম্বিকা গোচর :
"মায়াবিনি! পূর্ব্বে তুই ছিলি একাকিনী,
এবে তুই পেলি কোথা এত অনীকিনী?'
একাকিনী রণস্থলে পেয়ে বুঝি ভয়,

লয়েছিস, দুষ্টে, তুই অন্যের আশ্রয় ;
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তো'র রহিল কোথায় ?
যে তোরে সমরে জয় করিবে হেলায়,
তাহারে করিবি তুই পতিত্বে বরণ,
এক্ষণে কি হেতু দেখি বহু সঙ্গিগণ ?"
দৈত্যের বচন শুনি' দুর্গা ভগবতী,
ঈষত্ হাসিয়া তবে বলেন ভারতী :
" মূঢ়মতি শুম্ভ ! তুই না জানিয়া তত্ত্ব,
কি বলিতে কি বলিলি হইয়া প্রমত্ত ?
আমি একা মুখ্যমাত্র জগত-ভিতর,
আমি ভিন্ন দ্বিতীয় নাহিক পরাৎপর।
জীবজন্তু-আদি করি' স্থাবর, জঙ্গম
সকলেই পালিতেছে আমার নিয়ম।
দেবতার সনে দুষ্ট করেছিলি বাদ,
আজি আমি রণে তোর পূরাইব সাধ।
ফিরিয়া না যেতে হ'বে স্বর্গেতে আবার,
আজি রণে তোরে আমি দিব যম-দ্বার।"
এতেক বলিয়া দেবী সমর-ভিতরে
শক্তিগণে লইলেন দেহ-অভ্যন্তরে।
ব্রহ্মাণী-প্রমুখা শ্রেষ্ঠা যত মাতৃগণ
সশস্ত্রে দেবীর অঙ্গে মিশিলা তখন।
পরে শিবা বলিলেন দৈত্যের ঈশ্বরে ;

" দেখ একা আছি আমি সমর-ভিতরে।
এখন যতেক সাধ্য আছয়ে তোমার ;
মম সহ যুদ্ধ কর, অরে দুরাচার !
অতঃপর দেবী-শুম্ভে হইল সমর ;
কভু হেন হয় নাই ধরণী-উপর।
সর্ব্ব দেব বিমানেতে করি' আরোহণ
আইল বিষম যুদ্ধ করিতে দর্শন।
শত শত দিব্য অস্ত্র অম্বিকা তখন
দানব-রাজের প্রতি করিলা ক্ষেপণ।
দেবীর নিক্ষিপ্ত খর সায়কনিকর
প্রতিঘাতে ভগ্ন চূর্ণ করে দৈত্যবর।
অতঃপর মহাক্রোধে দানব-ঈশ্বর
দেবীর শরীর শরে করিল জর্জ্জর।
কোপপূর্ণা হ'য়ে দেবী দিয়া হুহুঙ্কার,
সর্ব্ব অস্ত্র নিরাকৃত করেন তাহার।
পরে তীক্ষ্ণধার ইষু করিয়া যোজন,
দৈত্যের ধনুক ভদ্রা করেন ছেদন।
ধনুঃশ্ছেদ দেখি' বীর শক্তি নিক্ষেপিল ;
চক্রে খণ্ড খণ্ড দেবী তাহারে করিল।
শত-দিবাকর-আভ অসি ল'য়ে করে
ভীম-মূর্ত্তি বীরবর ভাতিল সমরে।
মুহূর্ত্তেকে মহামায়া সেই অসিবর

চূর্ণ করিলেন শূলে হইয়া সত্বর।
পরে দেবী দিব্য অস্ত্র করি' সঞ্চালন,
অশ্বসহ সারথীরে করিলা নিধন।
ছিন্নধন্বা বিসারথা-হ'য়ে দৈত্যেশ্বর,
অম্বিকা-উপরে পরে তুলিলা মুদ্গর।
দনুজদলনা দুর্গা ছাড়ি' হুহুঙ্কার,
লীলায় মুদ্গর ধরি' করে' চূরমার।
অস্ত্রশস্ত্রহীন হয়ে দানব-রাজন,
মুষ্টির উদ্যমে চলে করিবারে রণ।
লীলায় সে মুষ্টি দেবী বামহস্তে ধরি'
নিজ মুষ্টি প্রহারেন দৈত্যের উপরি।
মুষ্ট্যাঘাতে দৈত্যপতি হইয়া মূর্চ্ছিত,
বিহ্বল-অন্তরে ভূমে হইল পতিত।
সহসা উঠিয়া পুনঃ দানব-ঈশ্বর,
শতাব্দ ব্যাপিয়া সেই সমর-ভিতর,
আরম্ভিলা ঘোর রণ গগন-উপরে।
বিস্ময় মানিলা তাহে ত্রিদশ-নিকরে!
রুদ্র-বলে বলী বীর, দেবীরে ধরিয়া,
শূন্যমার্গে ঘূরাইয়া ফেলে আছাড়িয়া।
মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িলা ধরায়;
আলুথালু কেশজাল মাটিতে লোটায়।
দৈত্যহস্তে অপমান পেয়ে ভগবতী

মহেশ্বরে স্তব করে' করিয়া বিনতি :
"অহে প্রভু দেব-দেব পতিতপাবন !
অখিল-সৃজন আর প্রলয়-কারণ।
শরত্ কালেতে যেন সরোজনিকর
গোক্ষীর সমান তব শুভ্র কলেবর।
অথবা রজত গিরি তুল্য মহেশ্বর
কোপচক্ষে ভস্মরাশি করিয়াছ স্মর।
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র তব বিভূতি ভূষণ,
গলে হাড়মাল-সহ ফণির গর্জ্জন।
দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুজাল আবক্ষোলম্বিত,
তাম্রবর্ণ জটাভার শিরেতে শোভিত।
ডমরু-তম্বুরা শৃঙ্গ-সদা-করতল,
হেরম্ব-সহিত স্কন্দ হয় অনুবল।
বৃষারূঢ় শশিচূড় পিণাকী আপনি,
মহাযোগ যোগেশ্বর যোগিশিরোমণি।
শূলহস্তে ত্রিপুরারি ত্রিপুর দুর্জ্জনে
নাশিয়াছ মহাশূর ঘোরতর রণে।
বিল্বদলে যেবা তব করয়ে অর্চ্চনা ;
তুষ্ট হ'য়ে তা'র তুমি পূরাও কামনা।
আশুতোষ নাম তব ব্যক্ত ত্রিসংসারে,
তোমার মহিমা, প্রভো ! কে জানিতে পারে ?
যোগীন্দ্র সকল তব অন্ত নাহি পায়,

ব্রহ্মা আদি দেবগণ তব গুণ গায়।
ত্রিগুণ-অতীত তুমি দেব পঞ্চানন,
নিজেই নিজেরে ধ্যানে কর বিলোকন।
বীণাযন্ত্রে সপ্তস্বরে ধরিয়া স্থতান,
দেবর্ষি তোমার গুণ সদা করে' গান।
সমুদ্র-মন্থনে যবে গরল উঠিল,
বিষাগ্নিতে সর্ব্ব জীব দহিতে লাগিল।
কৃপা করি', বিশ্বনাথ, করি' বিষ পান,
সুরাসুর সর্ব্বলোক করে'ছিলে ত্রাণ।
দক্ষ প্রজাপতি যবে গর্ব্বিত হইয়া
করেছিল তব নিন্দা সভায় বসিয়া;
অভিমানে ত্যজিলাম স্বীয় কলেবর,
ক্রোধেতে দক্ষেরে শাপ দিয়া বহুতর;
আমার বিচ্ছেদে, নাথ, মহাক্রোধ কবি'
উপজিলা বীরভদ্রে কৈলাস-উপরি।
আজ্ঞা দিলা রুদ্ররূপা মহাবীরবরে
সযজ্ঞ-দক্ষের ধ্বংস করিবার তরে।
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি' বীরেশ্বর,
নাশিলা সযজ্ঞে শীঘ্র দক্ষরাজবর।
এবে আমি, হায়, নাথ! তোমার কিঙ্করী,
পড়িয়া অসুর-হস্তে সরমেতে মরি।
এস, নাথ! রাখ মোরে, বলি তব পায়;

নতুবা দৈত্যের হস্তে পড়িয়াছি দায়।
তব অংশে জনমিয়া শুম্ভ দৈত্যেশ্বর,
করিল অদ্ভুত কার্য্য সমর-ভিতর।
তব বলে বলী হ'য়ে দৈত্য-অধিপতি,
হরিল সমরে প্রায় আমার শকতি।
অবশ হ'য়েছে অঙ্গ দারুণ সমরে,
আসিয়া, পিণাকহস্ত, রক্ষা কর মোরে!
শূন্যময় দেখি দিক্, সংসার আঁধার;
মহাশূলী মহাকাল কর প্রতিকার।"
এরূপে করালী স্তব করিলে বিস্তর,
ধ্যান-ভঙ্গে চারিদিকে চা'ন মহেশ্বর।
লট্ট পট্ট জটাজূট, ত্রিচক্ষু লোহিত,
ত্রিশূল লইয়া করে ত্রিফল-ফলিত,
শতাধিক সূর্য্য যেন, জ্যোতিঃ খরতর,
উছলি'ছে মহাতেজে রুদ্র-কলেবর!
দ্বীপিচর্ম্ম কটিদেশে পরিধান করি',
চলিলা শঙ্কর রক্ষা করিতে শঙ্করী।
কৈলাস হইতে শম্ভু চক্ষুর নিমেষে
উপনীত হৈলা গিয়া হিমাদ্রির দেশে।
শুম্ভের প্রতাপে সতী ধরায় পতিত,
দেখিয়া হ'লেন শম্ভু অতি ব্যাকুলিত।
ক্রোধভরে শশিচূড় স্বীয় তেজ যত

ক্রমেতে দৈত্যের সব করিলা সংহত।
রুদ্র-তেজ-হত হ'য়ে দানব-প্রবল,
হইল ক্রমেতে অতি সমরে দুর্ব্বল।
শঙ্করে আগত দেখি' শঙ্করী তখন,
হইলা সামর্থ্যযুতা করিবারে রণ।
শক্তি পেয়ে মহাশক্তি ধরি' শক্তিবর
মারিলা বিক্রম করি' দৈত্যের উপর।
রুধির-প্লাবিত হ'য়ে বিহ্বল-অন্তরে
পড়িল দুর্জ্জয় বীর সমর-ভিতরে।
দোরদণ্ড কুপ্রচণ্ড অমর-মর্দ্দন
দৈত্যবংশ-অবতংশ দানব রাজন
ঘোরতর ভযঙ্কর করিয়া সমর,
সহবলে রণস্থলে হিমাদ্রি-উপর
অচিরায় অস্ত্র-ঘায় প্রাণে হ'য়ে হত,
নতশির পড়ে বীর দ্বিতীয়-পর্ব্বত।
এ'প্রকারে দুষ্প্রহারে যদি দৈত্যবর
আশাভ্রষ্টে সর্ব্বনষ্টে ত্যজে কলেবর,
ভূমণ্ডল ব্যোমতল সুস্থ হ'ল অতি।
নদীচয় বেগে বয়, নাহি মৃদু গতি।
শচীপতি হৃষ্টমতি পেয়ে নব বল;
কামপূর্ণ ধান তূর্ণ তুষার-অচল *।

* হিমালয় পর্ব্বত।

যোড়কর পুরন্দর অম্বিকারে কয় :
" আজি, অম্ব ! দৈত্য-দম্ভ পাইয়াছে ক্ষয়।
আদ্যাশক্তি প্রীতি, ভক্তি যে করে তোমায়,
সিদ্ধকাম মোক্ষধাম সেই জন যায়।
দেবগণ স্থিরমন তোমার কৃপায়,
দৈত্যকুল ছিন্নমূল তব শক্তি-ঘায়।
নির্ব্বিবাদে মনোসাধে অমর-নিকর
আনন্দেতে ত্রৈলোক্যেতে র'বে' নিরন্তর।
এত ব'লে, জবাফুলে দেবীর চরণ
শচীপতি হৃষ্টমতি করেন অর্চ্চন।
আজি, রে, অর্পণা-চরণ-কমলে
দেবদত্ত জবা কি শোভা পায়,
যেন মূর্ত্তিমান রক্তভানু জ্বলে
প্রদোষে হেমাভ জলদ-গায় !
দেবীর আজ্ঞায় দেব শচীপতি
শুম্ভের সৎকার করিলা পরে।
অসুরের পতি পাইয়া সদ্গতি,
চলিল বিমানে অমর-পুরে।

ইতি সুবাবিবধ কাব্যে
শুম্ভাসুর-বধ নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

আদ্যাশক্তি ভগবতী বলিলেন পরে :
অতঃপব, পুবন্দর ! কি আছে অন্তরে ?
যদি কেহ থাকে তব শত্রু এ জগতে,
বল তবে, নষ্ট হ'বে আমার রণেতে।
উদ্যমিত উপস্থিত আছি যে এখন,
বল, হে অমরনাথ ! মারি কোন জন ?
যাদৃশ সমরে আজি দিতিজ-নিকরে
নাশিয়াছি, পুরন্দর ! মহাশূল করে ;
তাদৃশ, দেবেশ ! তব অন্য শত্রুগণে
এখনি পাঠাই, বল, কৃতান্ত-সদনে।
ত্রিজগতে আছে যত মম ভক্তবর,
যক্ষরক্ষগন্ধর্ব্বাদি অমব-কিন্নব,
তা'র মধ্যে তুমি হও মম প্রিয়তর ;
সর্ব্বদা তোমার হিতে আছি, পুবন্দর !
শুনিয়া দেবীর এই সস্নেহ-বচন,
হইলা ত্রিদশনাথ প্রফুল্লিত-মন।
প্রেমে গদ গদ হ'য়ে, চণ্ডীকার পায়
কিরীট-মণ্ডিত স্বীয় মস্তক লোটায।
অতঃপর মহামায়া করেন চিন্তন :
"কিসে আজি দেবরাজে করি স্নিগ্ধমন।"

ভাবিয়া স্বদেহ হ'তে জগত-ঈশ্বরী
নিষ্ক্রমণ করিলেন ইন্দ্রের সুন্দরী।
পরমলাবণ্য-যুতা ত্রৈলোক্য-মোহিনী,
ইন্দিরার অংশভূতা চম্পক-বরণী।
সুবিস্তৃত কেশজাল অসিত বরণ,
সজ্জিত বন্ধনে তাহা অতীব শোভন।
মুখেতে ভাস্কর তাঁ'র যেন চন্দ্র শত,
অকলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময নিষ্কল * সতত।
নাতি-হ্রস্ব নাতি-দীর্ঘ গ্রীবার গঠন।
ত্রিরেখা অঙ্কিত দেখি' জুড়ায় নয়ন।
সুগঠিত বাহুদ্বয় অতি চমৎকার ;
নয়ন-আনন্দকর কি বর্ণিব আর।
নিবিড় নিতম্ব তা'র গুরুভার অতি।
ধীরে ধীরে আসিলেন গজরাজ-গতি।
উপস্থিত হ'য়ে শচী ইন্দ্রের গোচর,
পরশি' কোমল হস্তে ইন্দ্র-কলেবর
বলিলেন : "প্রাণনাথ। উঠিয়া এখন
দুঃখ-শেষে সুখে মোরে কর সম্ভাষণ।"
অমনি তখনি সেই সহস্র নয়ন
মেলিলেন দেবরাজ (সবিস্মিত-মন) ; —

---

* নিষ্কল, অর্থাৎ পূর্ণ।

সহস্র কুমুদ যেন বিধুর উদয়ে
হরষে উঠিল ফুটি' সরসি-হৃদয়ে।
পুলোমজা প্রাণেশ্বরী আপন-সুন্দরী
সন্নিকটে উপস্থিত, কৃতাঞ্জলি করি'।
জিজ্ঞাসেন দেবরাজ সচকিত হ'য়ে :
"কোথা ছিলে মম এই বিপদ-সময়ে ?
রাজ্যভ্রষ্টে মহাকষ্টে দুঃখিত অন্তরে
ধরি অর্দ্ধ প্রাণ মাত্র মম কলেবরে।
তাহাতে তোমার, প্রিয়ে, বিচ্ছেদ জ্বালায়
রোদন করেছি কত হ'য়ে নিরুপায় !
প্রথমে হইল জ্ঞান আমার অন্তরে
তোমারে ল'য়েছে বুঝি দৈত্যের ঈশ্বরে।
অপরেতে কিন্তু আমি করিয়া সন্ধান,
জানিলাম নহ তুমি দৈত্য-বিদ্যমান।
অতএব বল বল, অয়ি প্রাণেশ্বরি!
কোথা ছিলে এত দিন মোরে ছলা করি' ?
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য ইন্দ্রাণী তখন
বলিলেন : "প্রাণনাথ! করি নিবেদন,—
যখন দানব-রাজ প্রবল সমরে
পরাভব করিলেক দেবতা-নিকরে,
স্বর্গ-জাত দ্রব্য-চয় লুঠিল বিস্তর,
নন্দন-কানন আদি যত মনোহর ;

পরে সেই মহাসুর দানব তুর্জ্জন
সচেষ্ট হইল মোরে করিতে হরণ।
আসন্ন বিপদ কালে না দেখি' উপায়,
নিলাম স্মরণ আমি অভয়ার পায়।
অমনি তখনি মাতা উজলি' অম্বর,
উপস্থিত হ'য়ে ত্বরা আমার গোচর,
মায়াতে হরণ মোরে করিয়া ঈশ্বরী,
নিজ দেহে রাখিলেন পরিত্রাণ করি'।
এবে সেই মহামায়া সময় পাইয়া,
বিশেষ ত্বদীয় তুঃখে তুঃখিত হইয়া,
বহিষ্কৃত করি' মোরে তব বিদ্যমান,
করিলা পরমেশ্বরী এই অন্তর্ধান।"
শচী ইন্দ্রে হইতেছে কথোপকথন;
দিক্‌পাল আদি করি' যত দেবগণ
গজ-রত্ন-উচ্চৈঃশ্রবা লইয়া যতনে,
অর্পণ করিলা আসি' দেবেশ-চরণে।
তুন্দুভি-নিনাদ-সহ গন্ধর্ব্ব-নিকর
স্তুতিপাঠে ইন্দ্রে করে প্রফুল্ল-অন্তর।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিয়া অম্বরে,
পারিজাত পুষ্প-গন্ধ বিতরণ করে।
তান-মান-রাগ-লয়ে কিন্নরীতে গায়;
রঙ্গে ভঙ্গে অপ্সরেরা নাচিয়া বেড়ায়।

হেনকালে কার্ত্তিকেয় সেনানীপ্রবর
ধরি' করে জয়-ঘোষী শঙ্খ মনোহর।
ধ্বনিলা গভীর ঘোষে শব্দ ভয়ঙ্কর,
সচকিত দেবদৈত্য তা'হে পরস্পর।
সে গভীর ধ্বনি শুনি' দেব-সেনাগণ
চারিদিকে উঠে সবে করিয়া গর্জ্জন।
লক্ষ লক্ষ অসিবর উজলি' অম্বর,
ভাতিল পাবক-তুল্য অতি ভয়ঙ্কর।
উড়িল পতাকা-চয় অপূর্ব্ব শোভন ;
রতনে রঞ্জিত যেন বিহঙ্গমগণ।
উঠি' রথে রথী; দর্পে ধনুক ধরিয়া,
নোয়াইয়া দেয় গুণ হুঙ্কার ছাড়িয়া।
ধরি' গদা করে কেহ করি-পৃষ্ঠে চড়ে ;
কেশরী যেমতি শোভে গিরিশৃঙ্গোপরে।
সদাগতি-সম বেগ হেন অশ্ব'পরে
কেহ আরোহিল শীঘ্র প্রফুল্ল অন্তরে।
শূল হস্তে, যেন শূলী অতীব ভীষণ,
পদাতিকবৃন্দ উঠে করিয়া গর্জ্জন।
বীর-মদে মাতে সবে শুনি' শঙ্খ-ধ্বনি,
ডমরুর বোলে যথা নেচে উঠে ফণি।
নিমিষেতে সুরসৈন্য সাজিল তখন,
দানববংশের ত্রাস ভীষণ-দর্শন।

দেখাইতে প্রভুভক্তি যত সৈন্যগণ,
শচী ইন্দ্রে সযতনে বেড়ে সেই ক্ষণ।
মহামহীরুহ-ব্যূহ যথা ঘোর বনে
বিস্তারিয়া বহু বাহু নৈসর্গ যতনে।
বটতরু সুজড়িতা বনজা লতারে
আবরয়ে ; সৈন্যগণ কাতারে কাতারে
তেমতি যতন করি' শচী আখণ্ডলে
বদ্ধবাহু হ'য়ে সুখে বেড়িল সকলে।
 জয়রব ভীমস্বনে করে সদাগতি ; *
সাপটে প্রচণ্ড দণ্ড ধরে' মৃত্যুপতি।
বরুণ আসিলা মহাপাশ ধরি' করে ;
ধনুষ্টঙ্কারিয়া স্কন্দ আইলেন পরে।
গদা ল'য়ে আসে' দ্রুত অলকার পতি ;
ত্বিষার মুকুট † পরি' আসে ত্বিষাম্পতি।
আইল বাসবী চমূ অতি ভয়ঙ্কর ;
ঝড়-সহ মহারড়ে যেন ধারাধর।
পরেতে দিগ্‌গজগণে আনি' চিত্ররথ,
ইন্দ্র-পাশে রাখে যেন উন্নত পর্ব্বত।
মাতলি আনিল তথা স্বর্গীয় বিমান,
শচী-সহ ইন্দ্র স্বর্গে করিলা প্রস্থান।

---

* বায়ু। † কিরণের মুকুট।

দেবগণ পাছু পাছু ত্বরিত-গমনে
চলিলা ; যেমতি ছায়া পদার্থের সনে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিলা অমর-নগর,
সিংহাসনে বসিলেন দেব পুরন্দর।
আনন্দিত-মন যত দেবগণ,
পারিজাত পুষ্প তুলি' যতনে,
মঙ্গল-বচন করি' উচ্চারণ,
প্রীতি-সহ দেন ইন্দ্র-চরণে।
সুরগুরু করে' বেদ উচ্চারণ ;
পূর্ণচন্দ্র করে' অমিয় বর্ষণ ;
অরুণ, বরুণ, অনল, পবন
'জয় পুরন্দর!' বলে' অনুক্ষণ।
রূপের আভায় উজলি' চৌধার,
বসিলেন বামে পৌলোমী সতী।
ল'য়ে দেবগণ দৈব উপহার
দেন সুরেশেরে, হরিষ-মতি।

ইতি 'সুবাবিবধ' কাব্যে 'স্বর্গ-পুনবাধিকাব' নাম
অষ্টম সর্গ।

সমাপ্ত।